দারিদ্র বিমোচন ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ব্যাংকিং কোম্পানী স্থাপনের প্রস্তাব

(ব্র্যাক ব্যাংক)

AYESHA ABED LIBRARY
BRAC
MOHAKHALI, DHAKA

জুন ১৯৯২

ব্র্যাক
৬৬, মহাখালী বানিজ্যিক এলাকা
ঢাকা - ১২১২

দারিদ্র বিমোচন ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ব্যাংকিং কোম্পানী স্থাপনের প্রস্তাব

(ব্র্যাক ব্যাংক)

জুন ১৯৯২

ব্র্যাক
৬৬, মহাখালী বানিজ্যিক এলাকা
ঢাকা - ১২১২

ব্র্যাক ব্যাংক

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	আবেদনপত্র	১ - ৪
২.	সংযুক্তি ১ : ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংক স্থাপনের পক্ষে যুক্তি	
	— ইংরেজীতে	1 - 12
	— বাংলায়	১ - ৭
৩.	সংযুক্তি ২ : সংঘের স্মারকলিপি	১ - ৭
৪.	সংযুক্তি ৩ : সংঘের নিয়মাবলী	১ - ২৫

ব্র্যাক ব্যাংক

আবেদনপত্র

মহাব্যবস্থাপক, ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আমরা মূলতঃ দারিদ্র বিমোচন ও সমাজের সুবিধা-বঞ্চিত জনগণের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বিনিয়োগের জন্য একটি ব্যাংকিং কোম্পানী স্থাপনের প্রস্তাব করছি। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রস্তাবিত কোম্পানীর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল।

১নং সংযুক্তিতে প্রস্তাবিত ব্যাংকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অনুরূপ ব্যাংক স্থাপনের পক্ষে যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

তারিখ : ৮ই জুন ১৯৯২ ইং।

আপনার বিশ্বস্ত

[signature]

ফজলে হাসান আবেদ
(উদ্যোক্তাদের পক্ষে)

০১। প্রস্তাবিত কোম্পানীর নাম : ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ

০২। কোম্পানীর রেজিস্ট্রিকৃত অফিসের ঠিকানা : ৬৬, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২

০৩। প্রস্তাবিত মূলধন কাঠামো :

(ক) অনুমোদিত মূলধন (যার প্রতিটি শেয়ারের মূল্য টাঃ ৫০০০ হিসাবে ১০০,০০০ টি শেয়ারে বিভক্ত) — টাকা ৫০,০০,০০,০০০ (পঞ্চাশ কোটি)

(খ) পরিশোধিত মূলধন : — টাকা ২৫,০০,০০,০০০ (পঁচিশ কোটি)

০৪। ব্যবস্থাপনা :

(ক) প্রস্তাবিত ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের প্রত্যেকের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়িক ঠিকানা এবং তাঁদের ব্যাংকারদের নাম সহ প্রত্যেকের শেয়ারের পরিমাণ :

আবেদনপত্র

	নাম	ঠিকানা/ব্যবসায়ীঠিকানা	ব্যাংকার	শেয়ারের পরিমাণ
(১)	ব্র্যাক পক্ষে, জনাব ফজলে হাসান আবেদ	৬৬, মহাখালী বা/এ ঢাকা - ১২১২	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক মতিঝিল ইসলামী ব্যাংক মতিঝিল জনতা, সোনালী, রূপালী, অগ্রণী ব্যাংক, মহাখালী	১২,৪৯৪
(২)	জনাব সৈয়দ হুমায়ূন কবীর	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফাইজার লেবরেটরিজ লিঃ সেগুন বাগিচা, ঢাকা	আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক মতিঝিল বা/এ ঢাকা।	১
(৩)	জনাব এ.এস মাহমুদ	ট্রান্সকম লিঃ ৫২, মতিঝিল বা/এ ঢাকা	হাবিব ব্যাংক লিঃ মতিঝিল, ঢাকা।	১
(৪)	জনাব ফারুক আহমেদ চৌধুরী	বাড়ি নং ১৪, সড়ক নং ১১ ধানমন্ডি, ঢাকা	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ১৮-২০ মতিঝিল বা/এ ঢাকা।	১
(৫)	ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ	বাড়িনং ১০, রোড নং ১ সেক্টর নং ৭ উত্তরা, ঢাকা	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ১৮-২০ মতিঝিল বা/এ ঢাকা।	১
(৬)	জনাব আমিনুল আলম	২৫৭/৪ এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা-১২০৫	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ১৮-২০ মতিঝিল বা/এ ঢাকা	১
(৭)	জনাব কাজী আমিনুল হক	রহমান রহমান হক এন্ড কোং চার্টার্ড একাউন্টেন্টস ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ১৮-২০ মতিঝিল বা/এ ঢাকা।	১
				১২,৫০০

(খ) উদ্যোক্তাদের স্বার্থ জড়িত অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা এবং স্বার্থের প্রকৃতি ঃ

ক্রমিক নং	উদ্যোক্তাদের নাম	স্বার্থ জড়িত প্রতিষ্ঠান	স্বার্থের প্রকৃতি
(১)	ব্র্যাক পক্ষে, জনাব ফজলে হাসান আবেদ	১. ব্র্যাক ৬৬, মহাখালী ব/এ ঢাকা।	—
(২)	জনাব সৈয়দ হুমায়ূন কবীর	১. ফাইজার লেবরেটরিজ লিঃ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
		২. ব্র্যাক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৬৬, মহাখালী বা/এ ঢাকা।	পরিচালক
		৩. ব্র্যাক ৬৬, মহাখালী বা/এ ঢাকা।	সভাপতি পরিচালনা পর্ষদ
(৩)	জনাব এ.এস মাহমুদ	১. ট্রান্সকম লিমিটেড ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	পরিচালক
		২. টি হোল্ডিং লিঃ ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	ঐ
		৩. ব্র্যাক ৬৬, মহাখালি বা/এ, ঢাকা।	সদস্য পরিচালনা পর্ষদ
(৪)	জনাব ফারুক আহমদ চৌধুরী	—	—
(৫)	ডঃ সালেহউদ্দিন আহমেদ	—	—

ক্রমিক নং	উদ্যোক্তাদের নাম	স্বার্থ জড়িত প্রতিষ্ঠান	স্বার্থের প্রকৃতি
(৬)	জনাব আমিনুল আলম	—	—
(৭)	জনাব কাজী আমিনুল হক	১. রহমান রহমান হক এণ্ড কোং চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ৫২, মতিঝিল বাণিজ্যিক, এলাকা, ঢাকা।	অংশীদার
		২. ব্র্যাক ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ৬৬, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।	পরিচালক
		৩. ব্র্যাক ৬৬, মহাখালী বা/এ, ঢাকা	সদস্য পরিচালনা পর্ষদ

(খ) ব্যাংকের প্রস্তাবিত প্রধান নির্বাহীর নাম ও পদবী, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং প্রস্তাবিত বেতনাদি ঃ

নাম ঃ ফজলে হাসান আবেদ

পদবী ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কস্ট এণ্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট (ইউ কে)।

অভিজ্ঞতা ঃ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত একজন উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক হিসাবে বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

বেতন ঃ ২৫,০০০ টাকা

০৫। ব্যাংকের প্রস্তাবিত কার্যাবলী/উদ্দেশ্য: মূলতঃ পল্লী এলাকার দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণকে মূলধন এবং মেয়াদী ঋণ সরবরাহ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী।

০৬। মেমোরেন্ডাম এণ্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন ঃ

সংযুক্তি ২ ও ৩ -এ ব্র্যাক ব্যাংক মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস পেশ করা হলো

সংযুক্তি-১

ব্র্যাক ব্যাংক

বৈশিষ্ট্য ও স্থাপনের পক্ষে যুক্তি

BRAC BANK
(A Proposed Bank for poverty alleviation)

A. INTRODUCTION

This is a proposal to set-up a bank in the private sector at the initiative of BRAC which is a Society registered under Societies Registration act 1860. The objectives of the proposed bank are the alleviation of poverty and empowerment of the poor.

BRAC Bank will be a public limited company with an authorized capital of Tk. 50 crores and a paid up capital of Tk. 25 crores. Seventy five percent of the capital will eventually be provided by the clients of the bank while individuals and agencies engaged in the uplift of socio-economic status of the poor will hold the remaining 25%.

BRAC Bank will consolidate the existing credit activities of BRAC and work with the organizations and banks having similar objectives to alleviate poverty which is one of the main goals of the 4th five year plan of Bangladesh.

B. PRINCIPAL FEATURES OF BRAC BANK

1. **Legal Entity:** BRAC bank will be a public limited company registered under companies Act 1913 and will be operative under Banking Companies Ordinance 1991.
2. **Capital:** The authorized, and paid up capital of the company will be Tk.50 crores and Tk.25 crores respectively.
3. **Ownership:** Seventy five percent of the share of the bank will eventually be

owned by the clients. Twenty five percent will be held by BRAC and other individuals and organizations engaged in poverty alleviation and empowerment of the poor. Shares offered for sale but not immediately subscribed to will be bought by BRAC. Thereafter these shares will be sold to the BRAC Bank's clients in order attain the desired ratio of ownership.

4. **Management:** The management of the Bank will be vested in a Board constituted under the provisions of the Companies Act 1913 and Baking Companies Ordinance 1991.

5. **Experience and Resource Base:** BRAC Bank will start its operation through the acquisition of a portion of credit activities of BRAC. Known as Rural Credit Program, this part of BRAC's operations has an outstanding loan of Tk.50 crores, an investment of Tk.35 crores and other assets of approximately Tk.6 crores. Thus BRAC Bank will commence its business with an asset of over Tk.90 crores. The bank will also inherit more than 1,000 staff experienced in credit and savings mobilisation operations.

   Since initially, BRAC Bank will not have enough resources to finance the purchase consideration, BRAC will create a long term loan for the amount required in excess of paid up share capital.

6. **Special features relating to poverty alleviation:**

   (a) **Target group strategy:** BRAC Bank will attach special emphasis to the target group strategy of development as envisaged in the 4th five year

plan. The principal clients of the Bank will be the assetless poor.

(b) **Institution Building:** The Bank will emphasize creation of self managed institutions of its clients. These Institutions will be based at the clients' localities.

(c) **Training:** A special feature of BRAC Bank will be the provision of training for its clients. The aim of the training will be to increase borrowers' capacity to utilise loans effectively.

(d) **Technology:** The Bank will encourage use of new and improved technologies in order to increase employment opportunities and productivity of the poor. The credit activities will be structured in such a way that the use of appropriate technology is ensured and the poor can benefit from improved technology.

(e) **Collateral free lending:** BRAC Bank will provide credit without security. The poor who do not have resources to offer as collateral have, so far, been denied access to formal credit. However BRAC Bank will not normally seek collateral for providing credit and will use peer pressure to ensure timely repayment which has already proved effective.

(f) **Service at the doorstep:** BRAC Bank will provide service at the doorsteps of the customers. Unlike the traditional banking system, BRAC Bank workers will go to the villages regularly to collect savings and loan repayments.

(g) **Women's development:** BRAC Bank will attach special attention to women in development.

C. GROWTH AND EXPANSION

The proposed Bank will endeavour to expand and grow as fast as possible without making any compromise on effectiveness and efficiency. By the year 2000, three hundred branches will be opened and a clientale group of some 18 lac served.

Year	No. of Branches	No. of Customers
1992	50	230,000
1993	20	410,000
1994	20	530,000
1995	20	645,000
1996	30	910,000
1997	35	1,080,000
1998	40	1,290,000
1999	40	1,530,000
2000	45	1,760,000
	300	

With new branches, deposits, disbursements, outstanding loans and number of borrowers will increase as follows:

Year	Deposit Tk crores	Disbursement Tk crores	Outstanding Tk crores	Loanees Number
1992	22	108	57	196,000
1993	37	196	86	350,000
1994	56	328	114	450,000
1995	79	491	142	550,000
1996	109	699	179	650,000
1997	146	959	224	775,000
1998	190	1280	276	925,000
1999	242	1662	331	1,100,000
2000	302	2113	392	1,300,000
2001	351	2574	407	1,500,000
2002	402	3043	417	1,550,000
2003	452	3516	423	1,600,000
2004	501	3988	424	1,650,000
2005	551	4461	425	1,700,000

The entire deposits shown above will come from the very poor people who have already demonstrated their ability to save between Tk.2-5 a week.

D. RATIONALE FOR SETTING UP A BANK:

(I) Attain the objective of the 4th five year plan.

An estimated sixty percent of the 120 million people of Bangladesh live below poverty threshold. No development effort can succeed without bringing this large majority into its mainstream. The 4th five year plan had very rightly set two of its main objectives as poverty alleviation and the creation of employment through

human resource development. To achieve these objectives target group development strategy has been recommended. The target groups have also been identified in the plan document. They are : the landless agricultural labourers, the small farmers, and the off-farm labourers. The document also specifies 5 programs in order to achieve increased productivity of the rural poor by ensuring their employment. These are: (1) Institution Building (2) Technology and Training (3) Credit (4) Other input, and (5) Market.

BRAC Bank is proposed to be set up to alleviate poverty and create employment opportunities for the poor through the strategy enunciated in the 4th five year plan.

(2) Opportunity/demand:

An estimated sixty percent of the 120 million people of Bangladesh live below the poverty threshold. Only a small portion of this large group is covered by the credit programs run by the government and the NGOs. It is expected that by the turn of the century these credit programs will cover only a third of the required number of poor families.

There is thus a large gap between the supply of and the demand for the credit services, and an opportunity exists for creating more institutions to provide services to the millions of poor people.

(3) **Donor perception:**

As stated earlier, the BRAC Bank would start its operation through acquisition of a portion of BRAC's credit program, known as Rural Credit Program (RCP). This program is being supported by a consortium of donors. They are committed to provide a total amount of some Tk.100 crore which will be used to operate three hundred branches. The donor agencies feel that by converting the credit program into a bank:

i) the funds made available by them will be protected

ii) the depositors interest will be safeguarded

iii) the objectives of poverty alleviation and empowerment of the poor will be fulfilled.

(4) **Organizational Advantage:**

This proposal is being submitted primarily at the initiative of BRAC which has the experience of running successful credit programs. It is committed to poverty alleviation and empowerment of the poor and it has experienced and dedicated staff.

BRAC has taken the initiative to establish a bank, because:

- It has vast experience and a track record of successful administration of small, collateral free, supervised credit undertaken to create employment

opportunities for the rural poor.

- BRAC has a staff complement experienced in the kind of activities the proposed BRAC Bank is likely to undertake.
- BRAC has the human and physical infrastructure to support the credit program with training of the borrowers and the staff.
- BRAC has the institutional capacity to identify and develop micro-enterprise for credit support.
- BRAC strongly feels that in order to serve the poor on a continuing basis, its existing credit activities must be brought under a formal/legal structure.

(5) **Experience of BRAC:**

BRAC's credit program for the rural poor started in 1980. Over the past 12 years experience has been gathered through implementation of various programs, processes and strategies. Some relevant data on BRAC's credit operations are set out below:

Starting date of credit program	1980
Number of credit delivery branches	285
Number of villages covered	12,600
Total disbursement	162 crore
Outstanding loan	70 crore
Realization Rate (percent)	98.50
Number of loanees	700,000 approx.
Number of beneficiaries	35 lac *

Sector-wise distribution of credit:

	%
Agriculture	7.20
Irrigation	7.30
Livestock	23.10
Rural Industries	5.40
Rural Transport	5.16
Rural Trading	40.00
Food processing	11.20
Others	0.64
	100.00

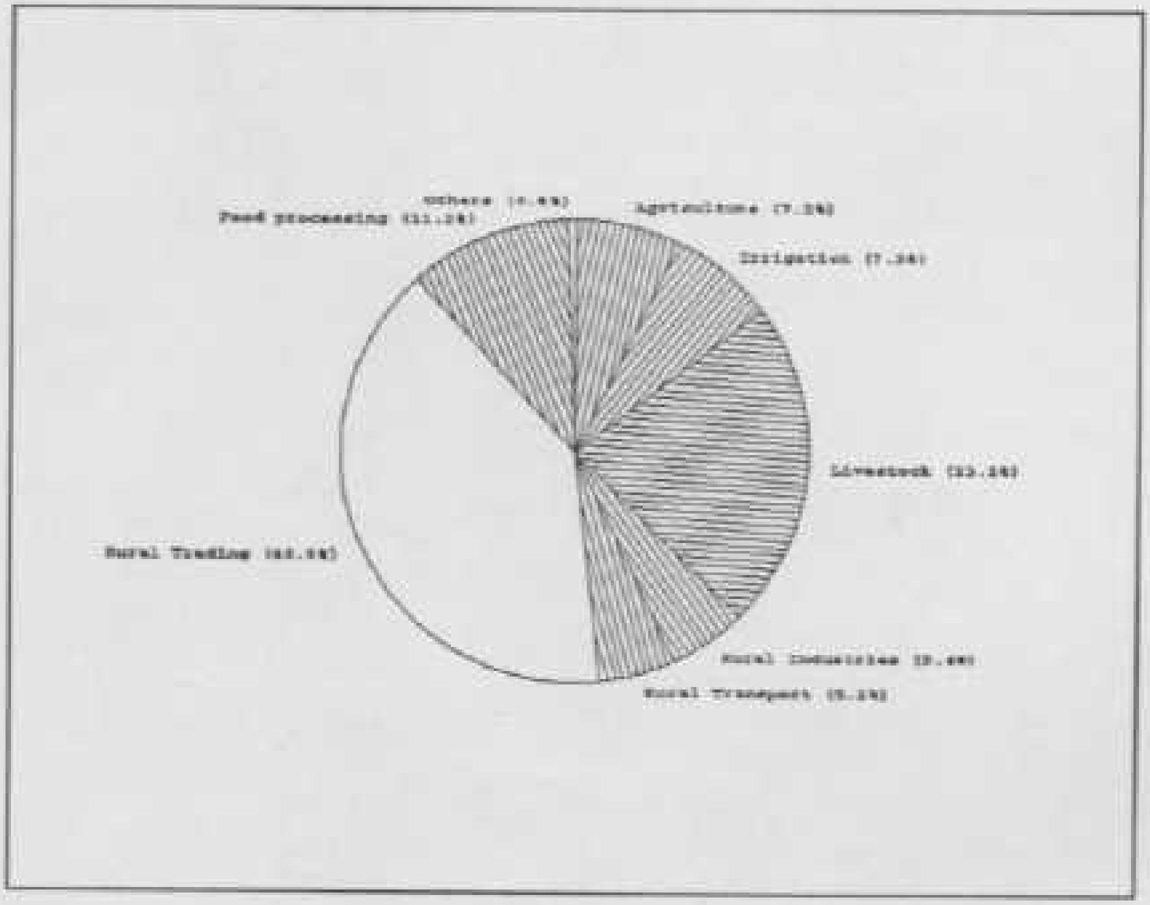

(6) **Management Capability:**

BRAC has adequate managerial and other support staff competent to operate the proposed BRAC Bank. Currently 5,600 staff with more than 1,500 with post graduate degrees of Masters and above are employed in BRAC.

It has fullfledged management support departments and divisions as under:

-Training & Management Development Program Department

-Finance & Accounting Department

-Internal Audit Department

-Logistics & Transport Department

-Electronic Data Processing Department

-Monitoring Department

-Research & Evaluation Division

-Rural Enterprise Department

-Engineering Department

The proposed Bank will have full access to the services of these management support departments.

(7) **Training and Advisory Services:**

In the area of training BRAC BANK will have dual responsibility. First, the staff has to be trained in order to equip them for serving its customers effectively. Secondly, the borrowers will have to be trained in new skills and technologies.

To meet the enormous training needs, strong decentralized facilities will be needed. BRAC is already in an advantageous position on this count. It has a training division equipped with manpower and training curriculum and modules and is capable of imparting training to a large numbers of borrowers at a time. There are 9 training centres spreadout at Savar, Rangpur, Comilla, Pabna, Faridpur, Jessore, Modhupur, Uttara and Rajendrapur with residential facilities for 800 trainees. Seven new centres are also planned for construction within the next 3 years.

(8) **Identification of Rural Enterprises:**

BRAC has a experienced team working to identify and develop new and profitable enterprises which can be undertaken by the poor people in a rural setting. The team comprises agriculturists, fisheries and livestock graduates, sericulturists, engineers, technologists, marketing experts and management specialists.

(9) **Providing continuity to BRAC's existing credit program:**

BRAC's present credit programs are run under different projects with limited lives. In order to serve the poor continuously and effectively these programs must be brought under an entity which ensures perpetual existence. Secondly, BRAC is unable to mobilise resources in rural areas required to run a large credit operation without a banking charter. Thirdly, BRAC wishes that its credit operations should have oversight of the central bank which is charged with the responsibility of maintaining financial sector discipline.

ব্র্যাক ব্যাংক
(দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত)

বৈশিষ্ট্য ও স্থাপনের পক্ষে যুক্তি

ক. সূচনা ঃ

এই প্রস্তাব ব্র্যাক (১৮৬০ সালের সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট দ্বারা নিবন্ধীকৃত একটি সংস্থা)-এর উদ্যোগে একটি পূর্ণ বেসরকারী ব্যাংক স্থাপনের। প্রস্তাবিত ব্যাংকের নাম ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড এবং এর লক্ষ্য দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দরিদ্র জনগণের ক্ষমতায়ন।

ব্র্যাক ব্যাংক একটি পাবলিক লিঃ কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধিত হবে। এর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন হবে যথাক্রমে ৫০ কোটি ও ২৫ কোটি টাকা। মোট মূলধনের শতকরা ৭৫ ভাগ সরবরাহ করবে ব্যাংকের গ্রাহকগণ। বাকী ২৫ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নিবেদিত সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ সরবরাহ করবে।

ব্র্যাক ব্যাংক ব্র্যাক পরিচালিত বর্তমান ঋণ কর্মকাণ্ডকে সংহত করবে এবং সম-উদ্দেশী অন্যান্য ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে কাজ করে বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করবে।

খ. ব্র্যাক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য ঃ

১. **আইনি সত্বা ঃ** ব্র্যাক ব্যাংক একটি সীমিত দায় সম্পন্ন যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান (Public Limited Co.) হিসাবে ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে সংগঠিত হবে এবং ১৯৯১ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২. **মূলধন ঃ** কোম্পানীর অনুমোদিত (Authorised) মূলধন হবে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমান হবে ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা।

৩. **মালিকানা ঃ** ব্যাংকের প্রস্তাবিত মূলধনের শতকরা ৭৫ ভাগের মালিকানা থাকবে দরিদ্র জনগোষ্ঠি অর্থাৎ গ্রাহকদের হাতে। বাকি ২৫ ভাগের মালিকানা ব্র্যাক সহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মে নিয়োজিত সংস্থা ও জনগনের হাতে থাকবে। গ্রাহকদের জন্য নির্ধারিত শেয়ার তাৎক্ষনিকভাবে সম্পূর্ণ ক্রীত না হলে ব্র্যাক তা কিনে নেবে। অতঃপর মূলধনের এই অংশ ব্যাংকের গ্রাহকদের নিকট বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তরিত করা হবে যাতে কাঙ্খিত মালিকানার অনুপাত বজায় থাকে।

৪. **ব্যবস্থাপনা ঃ** প্রস্তাবিত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় একটি বোর্ড থাকবে। এই বোর্ড ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন ও ১৯৯১ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী অধ্যাদেশের বিধানানুযায়ী গঠিত হবে।

৫. **অভিজ্ঞতা ও সম্পদের উত্তরাধিকার ঃ** যথাযথ অনুমোদন পাওয়ার সাথে সাথেই ব্র্যাক ব্যাংক ব্র্যাকের ঋণ কর্মকান্ডের একটি অংশ ক্রয় করে নেবে। পল্লী ঋণ কর্মসূচী নামে পরিচিত ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচীর এই অংশে অমিমাংসিত (Outstanding) ঋণের পরিমান ৫০ কোটি, বিনিয়োগের পরিমান ৩৫ কোটি এবং অন্যান্য সম্পত্তির পরিমান ৬ কোটি টাকা (মার্চ১৯৯২)। অর্থাৎ প্রথমেই ব্র্যাক ব্যাংক প্রায় ৯০ কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে তার যাত্রা শুরু করবে। এছাড়া থাকবে এক সহস্রাধিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী।

ব্র্যাক ব্যাংকে ব্র্যাককে এই বিপুল পরিমাণ ক্রয়মূল্য তাৎক্ষনিকভাবে পরিশোধ করতে পারবে না। তাই পুরো ক্রয়মূল্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

৬. দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) **শ্রেণী ভিত্তিক কৌশল ঃ** ব্র্যাক ব্যাংক চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় উল্লেখিত শ্রেণী-ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করবে। ব্যাংকের মূল গ্রাহক ও সুফলভোগী হবে দরিদ্র শ্রেণী। দরিদ্র বলতে ব্যবহারিক অর্থে ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের বোঝাবে।

(২) **সংগঠন তৈরী ঃ** ব্যাংক ভূমিহীন ও বিত্তহীনগ্রাহকদের নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেবে।

(৩) **প্রশিক্ষণ ঃ** ব্র্যাক ব্যাংকের অন্যতম ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হবে গ্রাহকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এ প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হবে মানব সম্পদ উন্নয়ন। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে গ্রাহকদের যোগ্য করে তোলা।

(৪) **প্রযুক্তি ঃ** উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংক নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দেবে। ঋণ কার্যক্রমকে এমনভাবে সাজানো হবে যাতে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার অগ্রাধিকার পায় এবং দরিদ্র জনগণ প্রযুক্তির সুফল ভোগ করে।

(৫) **জামানতবিহীন ঋণ ঃ** ব্র্যাক ব্যাংক ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের জামানত ছাড়াই ঋণ দেবে। দরিদ্র জনগণের জামানত রাখার মত সম্পদ নেই। এ কারণেই তারা প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ সুবিধা পায় না বিত্তহীনদের কাছে ঋণসুবিধা পৌঁছানোর জন্য ব্র্যাক ব্যাংক জামানতের পরিবর্তে দক্ষতা, শৃঙ্খলা, ও অতীত অভিজ্ঞতার উপর জোর দেবে।

(৬) **দ্বারপ্রান্তে সেবা ঃ** ব্র্যাক ব্যাংক দরিদ্র জনগণকে তাদের দোরগোড়ায় গিয়ে সেবা প্রদান করবে। এই সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক কর্মীরা নিয়মিতভাবে গ্রামে গিয়ে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করবে। প্রথাগত ব্যাংক ব্যবস্থার মত গ্রাহকগণের ব্যাংকে আসার প্রয়োজন হবেনা।

(৭) **মহিলা উন্নয়ন ঃ** ব্র্যাক ব্যাংক মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ জোর দেবে। এতদকুশে্য ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং তাদের জন্য নতুন নতুন অর্থনৈতিক উদ্যোগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হবে।

গ. ব্যাংকের বৃদ্ধি ও প্রসার (growth and expansion) :

প্রস্তাবিত ব্যাংক মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত না করে এবং কর্ম ও ব্যয় দক্ষতা বজায় রেখে যত দ্রুত সম্ভব কর্মের প্রসার ও বিস্তৃতি ঘটাবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত হারে শাখা খোলা হবে এবং গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

		শাখা	গ্রাহকের সংখ্যা
১৯৯২	:	৫০	২৩০,০০০
১৯৯৩	:	২০	৪১০,০০০
১৯৯৪	:	২০	৫৩০,০০০
১৯৯৫	:	২০	৬৪৫,০০০
১৯৯৬	:	৩০	৯১০,০০০
১৯৯৭	:	৩৫	১০৮০,০০০
১৯৯৮	:	৪০	১২৯০,০০০
১৯৯৯	:	৪০	১৫৩০,০০০
২০০০	:	৪৫	১৭৬০,০০০
		৩০০	

শাখা এবং কর্মকান্ড বিস্তৃতির সাথে সাথে ব্যাংকের আমানত, ঋণ ও ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে যথা :

———কোটিটাকায়———

	আমানত	বিতরিত ঋণ	বকেয়া ঋণ	ঋণগ্রহীতার সংখ্যা
১৯৯২	২২	১০৮	৫৭	১৯৬,০০০
১৯৯৩	৩৭	১৯৬	৮৬	৩৫০,০০০
১৯৯৪	৫৬	৩২৮	১১৪	৪৫০,০০০
১৯৯৫	৭৯	৪৯১	১৪২	৫৫০,০০০
১৯৯৬	১০৯	৬৯৯	১৭৯	৬৫০,০০০
১৯৯৭	১৪৬	৯৫৯	২২৪	৭৭৫,০০০
১৯৯৮	১৯০	১২৮০	২৭৬	৯২৫,০০০
১৯৯৯	২৪২	১৬৮২	৩৩১	১,১০০,০০০
২০০০	৩০২	২১১৩	৩৯২	১,৩০০,০০০
২০০১	৩৫১	২৫৭৪	৪০৭	১,৫০০,০০০
২০০২	৪০২	৩০৪০	৪১৭	১,৫৫০,০০০
২০০৩	৪৫২	৩৫১৬	৪২৩	১,৬০০,০০০
২০০৪	৫০১	৩৯৮৮	৪২৪	১,৬৫০,০০০
২০০৫	৫৫১	৪৪৬১	৪২৫	১,৭০০,০০০

৪. ব্যাংক স্থাপনের পক্ষে যুক্তি ঃ

(১) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কৌশল বাস্তবায়ন ঃ

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১২ কোটি যার শতকরা ৬০ ভাগের অধিক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। এই বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে পাশ কাটিয়ে কোন উন্নয়ন প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে দারিদ্র বিমোচন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে শ্রেণী ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলের কথা বলা হয়েছে। পরিকল্পনা দলিলে শ্রেণীগুলোকে চিহ্নিতও করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভূমিহীন বৃত্তিশ্রমিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষি বহির্ভূত শ্রমিক। পল্লীর দরিদ্র জনগণের জন্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা দলিলে ৫টি কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয়েছে, যথা ঃ (১) সংগঠন তৈরী (২) প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ (৩) ঋণ (৪) অন্যান্য ইনপুট এবং (৫) বাজার।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য, কৌশল ও কর্মসূচী অর্জন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। ব্র্যাক ব্যাংক হবে সেরূপ একটি প্রতিষ্ঠান।

(২) সুযোগ/চাহিদাঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ৭ কোটি লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। এদের মধ্যে সামান্য অংশই সরকারী, বেসরকারী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ পরিচালিত ঋণ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত। অনুমান করা হয় যে দু'হাজার সাল নাগাদ সরকার এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মিলে ভূমিহীনদের প্রায় এক তৃতীয়াংশের ঋণ চাহিদা পূরণ করতে পারবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দরিদ্র জনগণকে ঋণ দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান বর্তমান থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং কোটি কোটি সুবিধা-বঞ্চিত জনগণকে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য আরো প্রতিষ্ঠান গড়ার সুযোগ রয়েছে।

(৩) দাতাসংস্থা (দেশ) সমূহের দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

ব্র্যাকের পল্লী ঋণ কর্মসূচীর জন্য দাতাসংস্থাসমূহ প্রায় ১০০ কোটি টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে (যার মধ্যে ৬০ কোটি টাকা ইতিমধ্যে দেয়া হয়েছে)। এই অর্থ ব্যবহার করে ঋণ কার্যক্রমের ৩০০টি শাখা খোলা হবে। দাতা সংস্থাসমূহ মনে করে যে পল্লীর ঋণ কর্মসূচীকে ব্যাংকে রূপান্তরের মাধ্যমেই সর্বোৎকৃষ্টভাবে ঃ

— সঞ্চয়কারীর স্বার্থ সংরক্ষিত হবে
— দাতাসংস্থার প্রদত্ত ও প্রতিশ্রুত অর্থের যথাযত ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে
— দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য অর্জন করা যাবে।

(৪) প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাঃ

এই প্রস্তাব মূলতঃ ব্র্যাকের উদ্যোগে পেশ করা হচ্ছে। ব্র্যাকের অতীত অভিজ্ঞতা, সাফল্য এবং দক্ষ জনশক্তি ব্যাংক স্থাপনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

ব্র্যাক প্রস্তাবিত ব্যাংক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, কেননা —

— পল্লীর দরিদ্র জনগণের মধ্যে ঋণদানের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ব্র্যাকের রয়েছে।
— ব্র্যাকের বর্তমান কাঠামোতে এরূপ ব্যাংক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীর উপস্থিতি বিদ্যমান।

- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিষয়ে ঋণ গ্রহীতাদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দানের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ব্র্যাকের রয়েছে।
- পল্লী এলাকায় লাভজনক বিনিয়োগের সম্ভাব্য সুযোগ চিহ্নিত করার কাজে ব্র্যাকের একটি বিশেষ বিভাগ দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে যাচ্ছে।
- ব্র্যাকের বর্তমান ঋণদান ব্যবস্থাকে একটি স্থায়ী ও স্বীকৃত কাঠামোর ভেতরে আনা প্রয়োজন।

(৫) অভিজ্ঞতাঃ

ব্র্যাক ১৯৮০ সাল থেকে তৃণমূল জনগণের সাথে ঋণ কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে। দীর্ঘ ১২ বছর নানা প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে কাজ করে বহুমুখী অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। নীচে ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচী সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য প্রদত্ত হলো ঃ

ঋণ কর্মসূচী শুরু ঃ ১৯৮০
ঋণদানকারী শাখার সংখ্যা ঃ ১৮০
কর্মসূচী এলাকার গ্রামের সংখ্যা ঃ ১২,৬০০
মোট বিতরিত ঋণের পরিমাণ ঃ ১,৭২৩,৬০০,০০০
বকেয়া (outstanding) ঋণ ঃ ৭০,৯০,০০,০০০
ঋণ আদায়ের হার (শতকরা) ঃ ৯৮.৫০
ঋণ গ্রহীতা সংখ্যা ঃ প্রায় ৭,০০,০০০
ঋণের সুফল ভোগী জনগণের সংখ্যা ঃ ৩৫,০০,০০০

বিতরিত ঋণের খাতওয়ারী হিসাব নিম্নরূপ ঃ

কৃষি	৭.২০
সেচ	৭.৩০
পশু সম্পদ	২৩.১০
গ্রামীন শিল্প	৫.৪০
গ্রামীন পরিবহন	৫.১৬
গ্রামীন ব্যবসায়	৪০.০০
খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন	১১.২০
মৎস্য, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য	০.৬৪

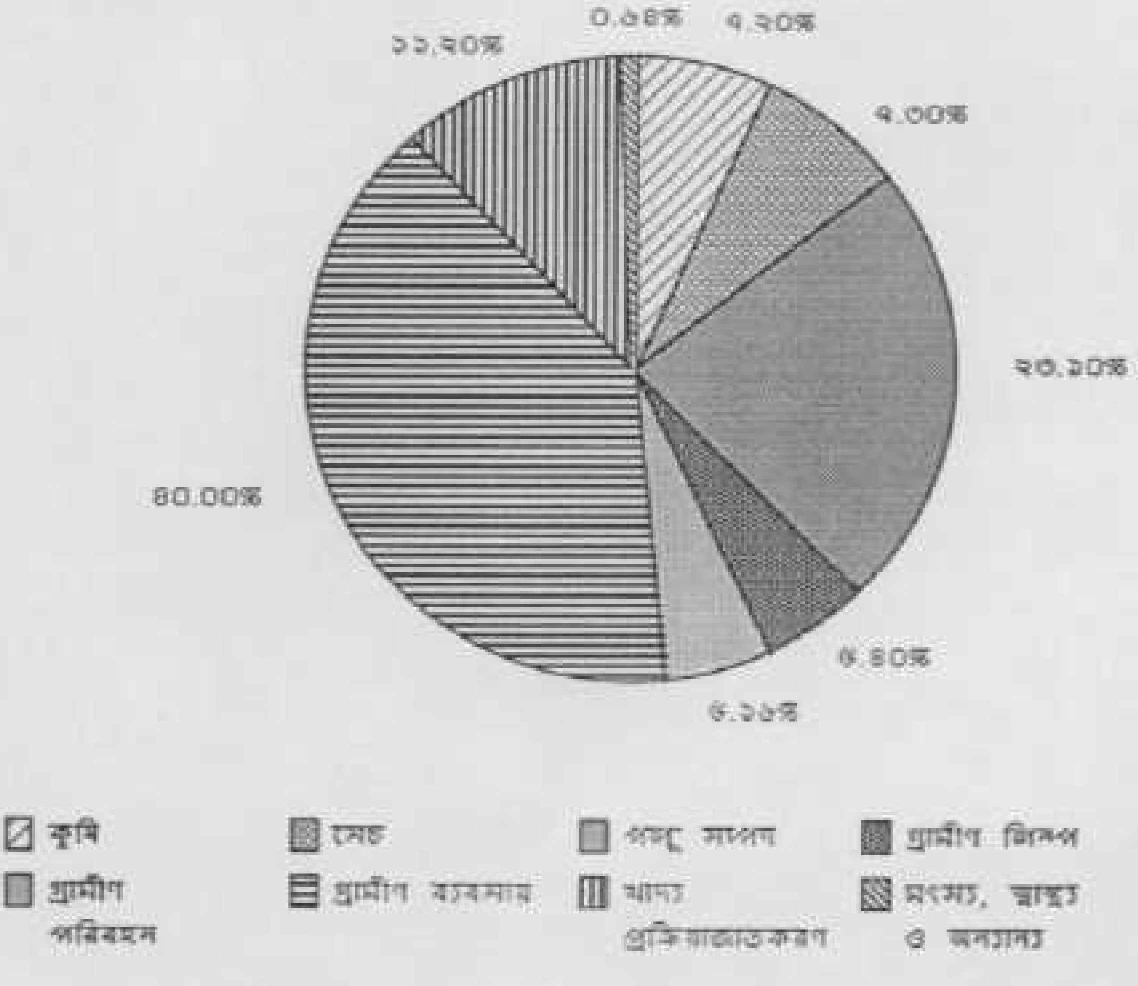

(৬) প্রয়োজনীয় লোকবলের উপস্থিতি :

ব্যাংক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ব্র্যাকের রয়েছে। ব্র্যাকে বর্তমান কর্মী সংখ্যা ৫,৭০০। এর মধ্যে ১,৫০০ কর্মী স্নাতকোত্তর বা উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। ব্র্যাকের যে সকল ব্যবস্থাপনা সহায়ক বিভাগ ব্র্যাক ব্যাংককে দক্ষতার সাথে পরিচালনায় সাহায্য করবে সেগুলো নিম্নরূপ :

— ইলেকট্রনিক ডাটা প্রসেসিং
— অর্থ ও হিসাব
— অভ্যন্তরীন নীরিক্ষা
— সরবরাহ ও পরিবহন
— অবলোকন
— গবেষণা ও মূল্যায়ন
— প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন
— গ্রামীন উদ্যোগ
— প্রকৌশল

(৭) প্রশিক্ষন ও পরামর্শ

প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে ব্র্যাক ব্যাংকের দায়িত্ব হবে দ্বিমুখী। প্রথমতঃ ব্যাংকের কর্মচারীদের প্রশিক্ষন দেয়া এবং দ্বিতীয়তঃ ঋণ গৃহীতাদের ঋণ ব্যবহার ও উদ্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষন দেয়া। এর জন্য প্রয়োজন হবে অত্যন্ত সম্পদশালী প্রশিক্ষন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলো হতে হবে বিকেন্দ্রীক এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত। এ দিক দিয়ে ব্র্যাক সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। ব্র্যাকের প্রশিক্ষন বিভাগ অত্যন্ত শক্তিশালী। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিশেষ করে কুটির শিল্প ব্যবস্থাপনার উপর এ বিভাগ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা অনেকদিন ধরেই করে আসছে। বর্তমানে ব্র্যাকের প্রশিক্ষন কেন্দ্রের সংখ্যা ৯টি। এগুলো যথাক্রমে উত্তরা, কুমিল্লা, সাভার, মধুপুর, পাবনা, যশোর, ফরিদপুর, রাজেন্দ্রপুর ও রংপুরে অবস্থিত। এই কেন্দ্রগুলোতে এককালিন ৮০০ জন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষন গ্রহন করতে পারে। এছাড়া আগামী ৩ বছরে আরও ৭টি প্রশিক্ষন কেন্দ্র নির্মানের পরিকল্পনা রয়েছে।

(৮) সম্ভাব্য বিনিয়োগ খাত চিহ্নিত করণ :

গৃহীত ঋণকে যথাযথ উদ্দেশ্যে ব্যবহার এবং আয় ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে নতুন নতুন বিনিয়োগ খাত চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে ব্র্যাকের প্রায় আড়াইশ কর্মী বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত আছে। এদের মধ্যে রয়েছে কৃষি ও পশু পালনবিদ, মৎস্য, রেশম চাষ, হাঁস মুরগী পালন ও বাজার বিশেষজ্ঞ, দক্ষ ব্যবস্থাপক ইত্যাদি। প্রস্তাবিত ব্যাংকের গ্রাহকদের বিনিয়োগ বিষয়ে পরামর্শ দিতে এরা অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

(৯) বর্তমান ঋণদান কর্মসূচীকে স্থায়ী রূপদান :

ব্র্যাকের বর্তমান ঋণদান কর্মকাণ্ড পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী ও পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতাধীন। কিন্তু পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী সীমিত মেয়াদযুক্ত প্রকল্প মাত্র। স্থায়ীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ চালিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন আইনী সত্ত্বা বা লিগাল এন্টিটি। দ্বিতীয়তঃ প্রকল্প হিসাবে সমগ্র ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড চালনার অধিকার এদুটো কর্মসূচীর না থাকায় ঋণ কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়না। তৃতীয়তঃ ব্র্যাক মনে করে যে তার ঋণকর্মকাণ্ড যে ব্যাপক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি থাকা প্রয়োজন। এ সকল কারণেই বর্তমান ঋণ কর্মসূচী দুটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া প্রয়োজন।

সংযুক্তি-২

ব্র্যাক ব্যাংক

সংঘের স্মারকলিপি
(মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন)

ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ

এর সংঘের স্মারকলিপি (মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশন)

১। এ কোম্পানীর নাম ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড।

২। এ কোম্পানীর নিবন্ধীত অফিস বা কার্যালয় বাংলাদেশ-এ অবস্থিত হবে।

৩। এ কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নে সন্নিবেশিত হলো :

৩.১। ব্যাংকটি মূলতঃ দরিদ্র ও সুবিধা-বঞ্চিত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে এর কার্যাবলী নিম্নরূপ হবে :

৩.১.১। দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য চলতি মূলধন এবং মেয়াদী ঋণ প্রদান করা।

৩.১.২। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ দিতে গিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দেয়া হবে :

(১) দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত জনগণের সংগঠন প্রতিষ্ঠা।

(২) ক্ষুদ্র উদ্যোগে বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান।

(৩) ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতাদেরকে সমস্ত রকম বীমাকরণ সম্পর্কিত বিষয়ে সাহায্য প্রদান।

(৪) ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতাদেরকে ব্যবস্থাপনা, বিপণন, কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

(৫) ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত উদ্যোগসমূহের কর্মকাণ্ড তদারকী।

(৬) দরিদ্র শ্রেণীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেয়া।

৩.২। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করা।

৩.৩। এ কোম্পানী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও বাংলাদেশের বাহিরে সব ধরনের ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা, লেনদেন এবং অঙ্গীকার প্রদানের মাধ্যমে সকল প্রকার ব্যাংকিং ব্যবসা এবং এতদসংক্রান্ত আনুসংগিক সকল কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

৩.৪। বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে অন্যান্য দেশে অবস্থিত ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অথবা যুগ্মভাবে স্টক, শেয়ার, বণ্ড, ডিবেঞ্চার, আমদানী অনুমতি পত্র, সিকিউরিটি ইত্যাদি সহ যাবতীয় আর্থিক বিনিয়োগ এবং অছি (ট্রাস্ট) ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, লেন-দেন ও অঙ্গীকার প্রদান সম্পাদন করবে।

৩.৫। ব্যাংকিং ব্যবসা, আর্থিক লগ্নি, অছি ব্যবসা ও অন্যান্য ব্যবসার শর্ত সাপেক্ষে সম্পাদন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত যে কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক বা যে কোন সরকার বা সরকারী প্রতিনিধির সাথে সরাসরি অথবা যুগ্মভাবে বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাংক, কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন স্থাপন করবে এবং তা পরিচালনা করবে।

৩.৬। কোম্পানীর অনুমোদিত শর্ত সাপেক্ষে ব্যাংকটি জমা গ্রহণ, উত্তোলন ও ঋণ প্রদান করবে এবং ঋণ ও চুক্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে নিশ্চয়তা ও ক্ষতিপূরণ অঙ্গীকার প্রদান করবে।

৩.৭। বৈদেশিক বিনিময়, বৈদেশিক মুদ্রা, লেটার অব ক্রেডিট এর অনুমোদন ও ইস্যু, ট্রাভেলার্স চেক, সার্কুলার নোট, বিনিময় বিলসহ রপ্তানী সংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্টস এর বাট্টা ও নিষ্পত্তি এবং বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবসা, ক্রয় বিক্রয় ও আদান প্রদানসহ যাবতীয় বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও অঙ্গীকার প্রদানসহ যাবতীয় কার্য সম্পাদন করবে।

৩.৮। শেয়ার, স্টক, বণ্ড, ঋণপত্র, অন্যান্য সিকিউরিটি এবং দায় দায়িত্ব বিক্রয় ও ইস্যুর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ ও উত্তোলনের নিশ্চয়তা বিধান করবে। ট্রাস্ট ডিড বা অন্য উপায়ে কোম্পানীর নিজস্ব নির্দিষ্ট সম্পত্তি বা অধিকারের মাধ্যমে উপরোক্ত ব্যবস্থাদিরও নিশ্চয়তা বিধান করবে।

৩.৯। ব্যবসা পরিচালনা বা অঙ্গীকার প্রদান এবং অছি বাস্তবায়ন বা অছি হিসাবেও এ ব্যাংক দায়িত্ব পালন করবে। অছি এবং অন্যান্য উইলসমূহ, নিষ্পত্তিসমূহ এবং সকল প্রকার অছি দলিল যা গ্রাহক দ্বারা প্রস্তুতকৃত অথবা এ জাতীয় যে কোন কাজ সম্পাদন করবে।

৩.১০। এ কোম্পানী গঠনকল্পে যে সব আইনগত খরচ হবে তা এ কোম্পানী বহন করবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অন্যান্য খরচাদিও এতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.১১। কোম্পানীর অনুমোদিত শর্তে কোন ব্যক্তি, অথবা আইন দ্বারা গঠিত অবিচ্ছিন্ন, বিধিবদ্ধ, সরকারী প্রতিষ্ঠান বা এদের প্রতিনিধিকে অর্থ অগ্রিম, জমা এবং ধার দিতে পারবে।

৩.১২। ব্যক্তিগত, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা উভয়ের জামানতে, নগদ ধার বা অন্যান্য হিসাবে, পলিসি, বণ্ড, ঋণপত্র, বিনিময় বিল, প্রতিশ্রুতিপত্র, লেটার অব ক্রেডিট অথবা অন্যান্য পণ্য দ্রব্য বা বিক্রয়যোগ্য পণ্য দ্রব্য বিক্রয় বিল, চালানী, রশিদ, ডেলিভারী অর্ডার, অথবা অন্যান্য বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদি, সোনারূপা, শেয়ার এবং স্টকের জামানতে অর্থ অগ্রিম অথবা ধার হিসাবে দিতে পারবে।

৩.১৩। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত ও অনুমোদিত, ওয়েজ আর্নার স্কীমের সাথে জড়িত ব্যবসা এবং বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব এবং এর সাথে জড়িত ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে।

৩.১৪। জামানত ও প্রত্যাভূতি সংক্রান্ত সকল ধরনের ব্যবসা ও লেনদেন করতে পারবে।

৩.১৫। বিনিময় বিল, প্রতিশ্রুতি পত্র, অঙ্গীকারপত্র, আজ্ঞাপত্র, কুপন এবং অন্যান্য হস্তান্তর বা হস্তান্তরযোগ্য দলিল প্রণয়ন, তৈরী, পৃষ্ঠাংকন, বাট্টাকরণ, হস্তান্তর করণ এবং বিলি করতে পারবে এবং অর্থ স্থানান্তর করতে পারবে এবং হস্তান্তরযোগ্য বা হস্তান্তর অযোগ্য দলিল সংগ্রহ করতে পারবে।

৩.১৬। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতব ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসা করতে পারবে।

৩.১৭। সব ধরনের মূল্যবান দ্রব্যাদির নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য সেফ ডিপোজিট ভল্টের সুবিধা প্রদান করতে পারবে।

৩.১৮। কোন ব্যাংক, কোম্পানী বা নিবন্ধিত সংস্থা, অনিবন্ধিত সংস্থা, আইন দ্বারা গঠিত সংস্থা, ব্যক্তি সংস্থা, সরকারী বা সরকারী প্রতিনিধি কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রতিশ্রুতি পত্রে বিনিয়োগ এবং ঋণপত্র তহবিল, বণ্ড অথবা সিকিউরিটি প্রকৃত মূল্য বা অন্যভাবে ক্রয় এবং উপযুক্ত বিবেচিত একই প্রকৃতির বিষয়াদির প্রভাবিতকরণ, হস্তান্তর বিনিময়, বিক্রয় এবং লেনদেন সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

৩.১৯। দেশী বিদেশী যে কোন উৎস্য হতে অনুদান বা ধার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

৩.২০। সরকারী অবসায়ক হিসাবে কাজ করতে পারবে।

৩.২১। বাংলাদেশে বা বিদেশে যে কোন কোম্পানী, ব্যাংক, সিন্ডিকেট, কনসোর্টিয়াম, প্রতিষ্ঠান অথবা প্রভাবশালী (হোল্ডিং) বা অধিনস্ত কোম্পানী গঠন, উদ্যোক্তা গ্রহণ, সংগঠন ও সহায়তা করন সম্পর্কিত কার্যে সাহায্য করতে পারবে।

৩.২২। যে কোন কোম্পানী অথবা প্রতিষ্ঠান গঠন, ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান অথবা নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহন করতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে কৌশলগত ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক সেবা প্রদান করতে পারবে এবং প্রশাসক, ব্যবস্থাপক সচিব এবং প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে পারবে।

৩.২৩। কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, ব্যাংক অথবা সংস্থার সহযোগিতায় অত্র ব্যাংক অন্য যে কোন কোম্পানী, ব্যাংক অথবা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সম্পত্তি ক্রয় বা তার সাথে একীভূত অথবা পুর্নগঠিত হতে পারবে।

৩.২৪। সুবিধাজনক শর্তে অত্র ব্যাংকের জন্য যে সকল ব্যবসা অনুমোদিত সে ব্যবসার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ বা কোন স্বার্থ, সুনাম, সম্পত্তি চুক্তি, সম্পত্তি অধিকার বা সুবিধা কোম্পানী, ব্যাংক, কর্পোরেশন অংশীদারী প্রতিষ্ঠান অথবা কোন ব্যক্তির নিকট হতে ক্রয় বা অন্য কোন ভাবে অর্জন এবং দায়ভার গ্রহণ করতে পারবে।

৩.২৫। ব্যাংকিং সহ ব্যবসায়িক, আর্থিক, বাণিজ্যিক অথবা শিল্পগত উদ্যোগে দেশী, বিদেশী যে কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, ফার্ম, প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন ব্যক্তির একজন প্রতিনিধি বা যোগাযোগরক্ষাকারী হিসাবে কাজ করতে পারবে।

৩.২৬। বিদেশী কোন ব্যাংকের সাথে প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় আসতে পারবে এবং এর বিনিময় ব্যবসা সুবিধার জন্য ঋণ সুবিধা অর্জন করতে পারবে। বাংলাদেশে কোন জাতীয়কৃত এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে প্রতিনিধিত্ব ব্যবসা স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্দেশীয় সম্পদ সংগ্রহ এবং প্রদানের ক্ষেত্রে সুবিধা অর্জন করতে পারবে।

৩.২৭। বিশ্বের যে কোন অংশে অনুরূপ ধরনের কোম্পানী এবং অংশীদারীসমূহ যে সকল অধিকার ও সুবিধা ভোগ করে সেই একই অধিকার ও সুবিধা ভোগ করে সেই একই অধিকার ও সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩.২৮। ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গঠন করতে পারবে।

৩.২৯। যেহেতু ব্যাংকটি একটি নতুন ধারা প্রবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ, সেহেতু এতে যথাসম্ভব শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজসেবী, কারিগর ও প্রকৌশলী, বুদ্ধিজীবী এবং দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণের জন্য ঋণ দানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করা হবে যাতে ব্যাংকটি তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তাঁদের প্রজ্ঞা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে।

৩.৩০। দেশের বৃহত্তর জনসমাজের কাছে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার মানসে ব্যাংক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক শিল্পে অর্থ সহায়তা দেবে।

৩.৩১। সামাজিক কল্যান অর্থে মুনাফা অর্জন হবে ব্যাংকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তবে আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জন গুরুত্ব পাবে।

৩.৩২। যেহেতু আমাদের দেশের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার সন্দেহাতীতভাবে প্রয়োজন সেহেতু বাজার উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত সংক্রান্ত শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৩.৩৩। দেশের নারী সমাজকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হতে এই ব্যাংক বিশেষ ঋণ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দান করবে।

৩.৩৪। এই ব্যাংক বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারকে ঋণদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করবে।

৩.৩৫। সামাজিক সুফল বিবেচনায় অর্থনৈতিক উদ্যোগ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণদানের জন্য বিবেচিত হবে।

৩.৩৬। দীর্ঘ, মধ্যম, স্বল্প মেয়াদী ঋণের বা শেয়ারের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করে বা উদ্যোক্তাদের শেয়ারের মূল্য প্রদান করে, দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে বা অন্য প্রকার আর্থিক সুবিধা দিয়ে মূলধন বিনিয়োগ, শেয়ার, সিকিউরিটি ইত্যাদিতে উৎসাহ প্রদান, দায়িত্ব ভার গ্রহণ এবং সুবিধা প্রদান করতে পারবে।

৩.৩৭। তাৎক্ষনিক ভাবে প্রয়োজন নয় এমন অর্থ যে কোন কোম্পানী, ব্যাংক, সংস্থা, সরকার বা পৌর কর্তৃপক্ষের বা শেয়ার, স্টক, ঋণপত্র, বণ্ড, বন্ধকী, যে কোন ধরনের সিকিউরিটি ক্রয়, বিক্রয়ের জন্য উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে।

৩.৩৮। এ ব্যাংক ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় এবং সুবিধাজনক যে কোন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, স্বত্ব, লাইসেন্স, অধিকার, সুবিধা ইত্যাদি ক্রয়, গ্রহণ, লিজ, বিনিময়, ভাড়া বা অন্য প্রকারে অর্জন এবং তার উন্নয়ন হিসাবভুক্তকরণ, উপযুক্ত বিবেচিত এই প্রকৃতির লেনদেন এবং যে কোন ইমারতের কাজ, ইমারত নির্মান, রক্ষণাবেক্ষণ ও আংশিক পরিবর্তন করতে পারবে।

৩.৩৯। কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত এ শর্তে কোম্পানী কর্তৃক অর্জিত কোন সম্পত্তির জন্য নগদ অর্থ সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধিত শেয়ার বা কিছু অংশ শেয়ারে পরিশোধিত করতে পারবে।

৩.৪০। কোম্পানী গঠন ও উন্নয়নের সাথে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িত সমস্ত খরচ কোম্পানী বহন করবে।

৩.৪১। উপরে উল্লেখিত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য দেশের ভিতরে এবং বাইরে অফিস খুলতে পারবে।

৩.৪২। কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিশেষ উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, নিরীক্ষক, আইনগত উপদেষ্টা ইত্যাদি নিয়োগ করতে পারবে এবং তাঁদের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করতে পারবে।

৩.৪৩। সাবেক অথবা বর্তমান শ্রমিক-কর্মচারীদের সুবিধা এবং কল্যাণের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন এবং অন্যান্য তহবিল গঠন করতে পারবে।

৩.৪৪। ঋণ কার্যক্রম অতিরিক্ত জামানত ভিত্তিক না হয়ে উদারক ভিত্তিক করা হবে। ঋণ গ্রহীতার সততা, উদ্যম, কারিগরী জ্ঞান ও কর্মক্ষমতাই হবে ঋণদানের প্রাথমিক ভিত্তি।

৩.৪৫। বিভিন্ন নূতন নূতন ও আকর্ষণীয় স্কীম প্রবর্তন করে জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবহারে সঞ্চয় আহরণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। অন্যদিকে সংগৃহীত সঞ্চয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩.৪৬। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণকে অগ্রসর করার লক্ষ্যে কোম্পানী যে কোন ধরনের ট্রাষ্ট, সোসাইটি বা প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করবে।

৩.৪৭। সাবেক এবং বর্তমান কর্মচারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের সুবিধার জন্য সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, তহবিল, অছি ইত্যাদি গঠনের জন্য সাহায্য, সহযোগিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

৩.৪৮। দাতব্য অথবা কল্যাণমুখী উদ্দেশ্যে অথবা যে কোন প্রদর্শনী অথবা যে কোন প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সমিতি, অথবা তহবিলের জন্য চাঁদা প্রদান করবে।

৩.৪৯। সরকার অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ব্যাংকিং কোম্পানীর জন্য আইনতঃ বৈধ এরূপ যে কোন ব্যবসা করতে পারবে।

৩.৫০। উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের নিমিত্ত কোম্পানীর প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও দলিল সম্পাদন করতে পারবে।

উপরে বর্ণিত প্রতিটি অনুচ্ছেদ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন উদ্দেশ্য সম্বলিত হবে এবং কোন ক্রমেই কোন অনুচ্ছেদের ক্ষমতা অন্য অনুচ্ছেদের দ্বারা বা কোম্পানীর নামে জারীকৃত কোন নির্দেশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বা সংরক্ষিত হবে না।

৪। কোম্পানীর স্মারকলিপি সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে পরিবর্তন করা যাবে।

৫। কোম্পানীর সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ হবে।

৬। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০,০০০ (পঞ্চাশ কোটি) টাকা।

যা প্রতিটি ৫০০০/= টাকা মূল্যের ১০০,০০০ সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। প্রতিটি শেয়ারের অধিকার, সুবিধা ও শর্ত কোম্পানীর স্মারক লিপি অনুযায়ী সংরক্ষিত।

উল্লেখিত মূলধন হ্রাস, বৃদ্ধিসহ প্রতিটি শেয়ারের মূল্য কম বা বেশী নির্ধারনের ক্ষমতা স্মারক লিপি ও সম-উপযোগী আইন মোতাবেক কোম্পানী কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

আমরা কতিপয় ব্যক্তিবর্গ যাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে, অত্র কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী একটি পাবলিক কোম্পানী গঠন করতে ইচ্ছুক হয়ে প্রত্যেকের নামের বিপরীতে উল্লেখিত শেয়ার সংখ্যাকে কোম্পানীর মূলধনে রূপান্তরিত করতে সম্মত হয়ে অত্র মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশনে স্বাক্ষর প্রদান করলাম ঃ

ক্রমিক নং	নাম ঠিকানা ও জাতীয়তা ও পেশা	শেয়ারের সংখ্যা	স্বাক্ষর	সাক্ষীর নাম ঠিকানা পেশা
১।	ব্র্যাক পক্ষে, জনাব ফজলে হাসান আবেদ ৬৬, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ (সোসাইটি আইন ১৮৬০এর অধীনে নিবন্ধিত) ফোন - ৬০১৬০৪	১২,৪৯৪		এ কিউ সিদ্দিকী পরিচালক বাণিজ্যিক ব্র্যাক ৬৬ মহাখালী বা/এ ঢাকা-১২১২
২।	সৈয়দ হুমায়ুন কবীর ৭/এ নিউ বেইলি রোড ঢাকা জাতীয়তা ঃ বাংলাদেশী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফাইজার লেবরেটরীজ লিঃ	১		-ঐ-
৩।	জনাব এ এস মাহমুদ পরিচালক ট্রান্সকম লিঃ ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা জাতীয়তা ঃ বাংলাদেশী পেশা- ব্যবসা	১		-ঐ-
৪।	জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ ৭নং সেক্টর রোড নং ১ বাড়ি নং ১০ উত্তরা মডেল টাউন ঢাকা-১২৩০	১		-ঐ-
৫।	জনাব আমিনুল আলম ৫৫৭/ক এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা -১২০৫ জাতীয়তা ঃ বাংলাদেশী পেশা ঃ চাকুরী	১		-ঐ-
৬।	কাজী আমিনুল হক ঠিকানা - বাড়ী নং- ৪, রোড নং-১২ ধানমন্ডি, ঢাকা। পেশা - চার্টার্ড একাউন্টেন্টস ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। জাতীয়তা - বাংলাদেশী, ফোন - ৩২৫৭০০ (বাসা)।	১		-ঐ-
৭।	জনাব ফারুক আহমদ চৌধুরী বাড়ি নং ১৪, সড়ক নং ১১ ধানমন্ডি, ঢাকা জাতীয়তা ঃ বাংলাদেশী পেশা ঃ চাকুরী	১		ঐ
		১২,৫০০		

সংযুক্তি - ৩

ব্র্যাক ব্যাংক

সংঘের নিয়মাবলী
(আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন)

কোম্পানী আইন ১৯১৩
শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ পাবলিক কোম্পানী
ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ
এর
সংঘের নিয়মাবলী (আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন)

প্রাথমিকঃ

১। এই সংঘের নিয়মাবলীতে অন্তর্ভুক্ত বা সুষ্ঠুভাবে উল্লিখিত এবং প্রযোজ্য বিষয়সমূহ ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের প্রথম তফসীলে অন্তর্ভুক্ত টেবলএতে বর্ণিত বিধিমালা এই কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি না তা এই সংঘের নিয়মাবলীর বিপরীত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ

২। এই সংঘের নিয়মাবলীর অভ্যন্তরস্থ বিবিধ শব্দসমূহের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

ক) 'আইন' অর্থাৎ ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন যা বাংলাদেশে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সময় সময় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

খ) 'বিকল্প পরিচালক' অর্থাৎ পরিচালকের অবর্তমান ঐ সময়ের জন্য কোম্পানীর দ্বারা নিয়োজিত ব্যক্তি।

গ) 'নিয়মাবলী' অর্থাৎ সংঘের নিয়মাবলী যা কোম্পানী দ্বারা স্বকীয়ভাবে গঠিত হয়েছে বা বিশেষ আনুষ্ঠানিক ঐক্যের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়েছে।

ঘ) 'নিরীক্ষক' অর্থাৎ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে বা যারা সময় বিশেষে কোম্পানী নিরীক্ষণের দায়িত্ব পালন করে।

ঙ) 'পরিচালক মণ্ডলী' বা বোর্ড অর্থাৎ একটি সময় কালের জন্য নির্দিষ্ট পরিচালক মণ্ডলী।

চ) 'সভাপতি' অর্থাৎ পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি যিনি নিয়মাবলী অনুসারে নির্দিষ্ট সময় কালের জন্য নির্বাচিত।

ছ) 'কোম্পানী' অর্থাৎ ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ যা সীমিত দায় সম্পন্ন একটি পাবলিক কোম্পানী এবং কোম্পানী আইন অনুসারে নিবন্ধিত এবং যার প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত।

জ) 'পরিচালকগণ' অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় কালের জন্য কোম্পানীর পরিচালকগণ অথবা কোম্পানীর সভায় উপস্থিত পরিচালক মণ্ডলীর পরিচালকগণ।

ঝ) 'সরকার' অর্থাৎ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ঞ) 'মাস' অর্থাৎ ইংরেজী বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী মাস।

ট) 'অফিস' অর্থাৎ কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয়।

ঠ) 'ব্যবস্থাপনা পরিচালক' অর্থাৎ কোম্পানী কর্তৃক নিয়োজিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

ড) প্রক্সি – অর্থাৎ সাংবিধানিকভাবে বা ভোট প্রতিনিধি হিসেবে বা ব্যবহারের নিমিত্তে নিয়োজিত ব্যক্তি, আমুক্তার বা অন্য কোন লিখিত কর্তৃপক্ষ।

ঢ) 'এই বর্ণিত নিয়মাবলী' অর্থাৎ সংঘের নিয়মাবলী যা স্বকীয় ভাবে তৈরী বা সময় সময় বিশেষ আনুষ্ঠানিক ঐক্য সাপেক্ষে পরিবর্তিত।

ণ) 'সীল মোহর' অর্থাৎ কোম্পানীর সাধারণ সীলমোহর।

ত) 'লিখিত' অর্থাৎ ছাপানো, টাইপকৃত লিথোগ্রাফী, ফটোগ্রাফ, সাইক্লোস্টাইল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উপস্থাপনা অথবা পুনঃ উৎপাদিত দৃশ্য বস্তু।

থ) যে সকল শব্দ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের উল্লেখ করে তা একক বা সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান, পরিষদ বা সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করে।

দ) যে সকল শব্দ এক বচনের উল্লেখ করে, বহু বচনেও তাহা অন্তর্ভুক্ত এবং তা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ধ) শব্দসমূহের ব্যাখ্যা বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন আদর্শ বাংলা অভিধান ও আদর্শ ইংরেজী অভিধান অনুযায়ী হবে।

ব্যবসা শুরু

৩। 'আইনএর-১০৩ ধারা সাপেক্ষে কোম্পানী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকিং লাইসেন্স দানের দিন হতেই অথবা পরিচালক মণ্ডলীর দ্বারা নির্ধারিত যে কোন দিন থেকে ব্যবসা শুরু করতে পারে। তবে পরিশোধিত মূলধন সংগ্রহের পর এবং কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যু কর্তৃক কোন শর্ত আরোপ করা হলে তা পূরণ করার পর প্রস্তাবিত ব্যাংক ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে যৌথ মূলধনী কারবারের নিবন্ধকের নিকট হতে 'সার্টিফিকেট অব কমেন্সমেন্ট অব বিজনেস' নিতে হবে।

৪। মূলধন ঃ

ক) ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০,০০,০০,০০০/– (পঞ্চাশ কোটি) টাকা। যা প্রতিটি ৫,০০০ টাকা করে ১০০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত। এ মূলধন, শেয়ারের পরিমাণ এবং প্রতিটি শেয়ারের মূল্য বাড়ানো বা হ্রাস করার ক্ষমতা এই কোম্পানীর থাকবে।

খ) এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২৫,০০,০০,০০০/– (পঁচিশ কোটি) টাকা যা নিম্নবর্ণিত উৎস হতে সংগৃহীত হবে ঃ

১। ব্যাংকের গ্রাহক, গ্রাহক গোষ্ঠি বা সমিতি ('ক' শ্রেণী) ৭৫%

২। দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিবেদিত উন্নয়ন কর্মী/সংস্থা বা তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান (খ শ্রেণী)–২৫%

গ) উপরোক্ত অনুপাত সাময়িকভাবে রক্ষিত নাও হতে পারে। কোন সময় 'খ' শ্রেণীর সরবরাহকৃত মূলধন বেশী হলে যথাসময়ে উক্ত অনুপাত ফিরিয়ে আনা হবে।

ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করবার বা উপরোক্ত দু'শ্রেণীর মধ্যকার অনুপাত পরিবর্তন করার ক্ষমতা কোম্পানীর থাকবে।

ঙ) একই পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তি মোট পরিশোধিত মূলধনের ১ শতাংশের বেশী শেয়ার ক্রয় করতে পারবেন না। পরিবার বলতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, দেবর, জামাতা, পুত্রবধু, শালক, শালিকা ইত্যাদি বুঝাবে।

৫। কোম্পানী আইনের ৩১ এবং ৩১(এ) ধারা অনুসারে কোম্পানী একটি সদস্য তালিকা ও একটি সূচী প্রস্তুত রাখবে।

৬। সদস্য তালিকা ও সদস্য সূচক সকল সদস্যের বিনামূল্যে পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অন্য কোন লোকের জন্য ঐরূপ খরচ সাপেক্ষে খোলা হবে যা কোম্পানীর দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। যে কোন সদস্য অথবা উপরে উল্লিখিত অন্য কোন ব্যক্তি এখান থেকে উদ্ধৃতি নিতে পারে।

৭। কোম্পানী কোন সদস্যের অনুরোধে সদস্য তালিকা হতে সারমর্মের উদ্ধৃতি পাঠাতে পারে এবং যদি বোর্ড দ্বারা ধার্য হয়ে থাকে কোম্পানী এজন্য মূল্য আদায় করতে পারবে। এইরূপ উদ্ধৃতি আইনের সময় সীমার মধ্যে প্রেরিত হবে।

৮। সংঘের নিয়মাবলী সাপেক্ষে পরিচালকগণ কোম্পানীর মূলধনের শেয়ার বিক্রি ও বরাদ্দ করতে পারবেন। কোম্পানীকে দেয় কোন সম্পত্তি বা শ্রমের পরিবর্তে শেয়ার বরাদ্দ করা হলে প্রাপ্ত সম্পত্তির বা শ্রমের মূল্যকে শেয়ারের সম্পূর্ণ মূল্য হিসাবে গণ্য করা হবে।

৯। শেয়ার গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ তাঁদের পূর্ণ নাম ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি উল্লেখ পূর্বক শেয়ারের জন্য আবেদন করবেন এবং ঐ সমস্ত বিবরণ কোম্পানীর সদস্য তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকবে। কোম্পানীকে লিখিতভাবে অবহিত না করা পর্যন্ত সদস্য তালিকা বহিতে লিপিবদ্ধ নাম ঠিকানা কোম্পানীর সমস্ত কার্যক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।

১০। কোম্পানীর শেয়ার তালিকায় যদি কোন ব্যক্তিকে শেয়ার এর প্রকৃত মালিক হিসাবে বিবেচনা করে ঐ ব্যক্তির নাম সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা হলে কোম্পানী কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিকেই শেয়ারের প্রকৃত মালিক বলে বিবেচনা করবে।

১১। কোম্পানী তহবিলের কোন অংশ ঐ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় অথবা শেয়ারের জামানতের ঋণ প্রদানে ব্যবহৃত হবে না।

১২। সর্বশেষ তলব অনুযায়ী শেয়ারের পূর্ণ মূল্য পরিশোধিত না হলে শেয়ার সনদ পত্র প্রদান করা যাবে না।

১৩। বিক্রির জন্য যে সমস্ত শেয়ার বাজারে ছাড়া হবে তা অবিক্রিত থাকলে অবিক্রিত অংশের দায়ভার পরিচালকরা গ্রহণ করতে পারবে।

১৪। শেয়ার মালিকানার সনদপত্র বিলির ক্ষেত্রে কোম্পানীর সাধারণ সীলমোহর যুক্ত এবং ন্যুনতম ১ জন পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত হতে হবে।

১৫। শেয়ার তালিকায় যাদের নাম উল্লেখ আছে, তাঁরা কোন ফি ছাড়াই শেয়ার মালিকানার সনদপত্র গ্রহণ করতে পারবে। সনদপত্রে শেয়ার সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ উল্লেখ থাকবে।

১৬। কোম্পানী যে কোন সময় শেয়ার, ডিবেঞ্চার, স্টক ইত্যাদি বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে যে সমস্ত ব্যক্তি সচেষ্ট হয় তাদেরকে কোম্পানী কমিশন প্রদান করতে পারে যা শেয়ার, ডিবেঞ্চার, স্টক -এর আড়াই ভাগের অধিক হবে না। উক্ত কমিশন নগদে বা শেয়ারে ডিবেঞ্চারে বা স্টকে পরিশোধযোগ্য। যে সমস্ত ব্যক্তি দায় গ্রহণের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রির ঝুঁকি গ্রহণ করে তাদের ক্ষেত্রে লিখিত মূল্যের ২$\frac{১}{২}$ এর অতিরিক্ত কমিশনও প্রদান করতে পারে। এ ছাড়াও কোম্পানী দালালের মারফৎ বিক্রিত শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও ডিবেঞ্চার স্টকের মূল্যের উপর অনধিক ১% হারে কমিশন প্রদান করতে পারবে। তবে এসবই সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুমোদিত হতে হবে।

১৭। যদি কোন শেয়ার সনদপত্র ছিঁড়ে যায় বা অস্পষ্ট হয়ে যায় কিংবা অন্য কোন কারণে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে তাহলে সেই শেয়ার সনদ পত্র পরিচালক মণ্ডলীর কাছে জমা দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী পরিচালক মণ্ডলী উক্ত শেয়ার সনদপত্রকে বাতিল করে তার পরিবর্তে নূতন শেয়ার সনদপত্র ইস্যু করবেন। যদি কোন শেয়ার সনদ পত্র হারিয়ে যায় কিংবা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এই হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার অনুকূলে পরিচালক মণ্ডলীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করলে পরিচালক মণ্ডলী ঐ হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া শেয়ার সনদ পত্রের মালিককে নতুন শেয়ার সনদ পত্র ইস্যু করবেন। এই অনুচ্ছেদের অধীনে ইস্যুকৃত প্রত্যেকটি নতুন শেয়ার সনদপত্রের জন্য কোম্পানীকে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ করতে হবে।

শেয়ারের মূল্য তলব (CALLS)

১৮। কোন শেয়ারের অপরিশোধিত মূল্য পরিচালকগণ যেকোন সময় তলব করতে পারবেন। শেয়ার মালিক এই তলবানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অংক কোম্পানীকে পরিশোধ করবে।

১৯। তলবের এক মাসের মধ্যে তলবী অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

শেয়ার হস্তান্তর ঃ

২০। কোম্পানী কর্তৃক রক্ষিত প্রত্যেকটি শেয়ার সনদপত্র হস্তান্তরকরণ ও হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ স্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ করার নিমিত্ত একটি রেজিষ্টার থাকবে যা ট্রান্সফার রেজিষ্টার নামে অভিহিত হবে।

২১। কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর অবশ্যই লিখিতভাবে হতে হবে এবং এজন্য সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত যে কোন অনুমোদিত ফর্ম বা নিম্নবর্ণিত ফর্ম ব্যবহার করা যাবে।

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

ঠিকানা ....

আমি ঃ .... (এখানে শেয়ার হস্তান্তরকারী .... (টাকা) .... গ্রহণ করার বিনিময়ে যা জনাব... ঠিকানা.. ....

(এখানে শেয়ার গ্রহণকারী হিসাবে অভিহিত) আমাকে প্রদান করেছেন বিধায় আমি হস্তান্তর গ্রহণকারীর নামে ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ প্রতি শেয়ার ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হিসাবে ....নং .....হতে ....নং পর্যন্ত মোট শেয়ার যার পূর্ণ মূল্য .... হস্তান্তর করছি। কথিত হস্তান্তরকারী শেয়ার মালিক থাকা কালে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে আমি যেসব ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিলাম এখন থেকে সে ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার অধিকারী হবেন এবং আমি কথিত গ্রহণকারী উল্লিখিত শেয়ার/শেয়ারসমূহ উপরোক্ত শর্তে গ্রহণ করতে রাজী আছি।

স্বাক্ষীদের সামনে আমরা উভয় পক্ষ ১৯ সনের..........মাসের.......তারিখে সজ্ঞানে এবং সুস্থিরচিত্তে স্বেচ্ছায় নিজ নিজ দস্তখত প্রদান করছি।

স্বাক্ষীগণের দস্তখত (ঠিকানা সহ)

১। হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর

২। গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

২২। উক্ত সংঘের নিয়মাবলীর অন্যত্র কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও কোম্পানী কার্যারম্ভের তিন মাসের মধ্যে কোন উদ্যোক্তা শেয়ার মালিকানা হস্তান্তর করতে পারবেন না।

২৩। হস্তান্তরকৃত শেয়ার সনদপত্র সহ শেয়ার হস্তান্তরের যাবতীয় দলিলপত্র, শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের জন্য উপযুক্ত ফি প্রদান পূর্বক কোম্পানী অফিসে জমা দিতে হবে। শেয়ার গ্রহীতার নাম কোম্পানী কর্তৃক হস্তান্তরকৃত শেয়ারের মালিক হিসাবে নিবন্ধিত হবে।

২৪। প্রত্যেকটি শেয়ার সনদপত্র ও শেয়ার হস্তান্তরের দলিলপত্রে শেয়ার দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং শেয়ার গ্রহীতার নাম সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত হস্তান্তরকৃত শেয়ার হস্তান্তরকারীর মালিকানাতেই থাকবে বলে বিবেচিত হবে।

২৫। পরিচালক মণ্ডলী তাদের নিজস্ব ক্ষমতা বলে কোন প্রকার কারণ না দেখিয়েই যে কোন শেয়ার হস্তান্তরকে অনুমোদন দানে কিংবা নিবন্ধিকরনে অস্বীকৃত হতে পারেন। বিশেষ করে যে শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানীর লিয়েন আছে কিংবা যে

শেয়ার যৌথ মালিকানাধীন এবং মালিকদের মধ্যে যে কোন একজনের অথবা উভয়ের নামে কোম্পানীর নির্দিষ্ট পাওনা আছে। অথবা এমনও হতে পারে যে শেয়ার হস্তান্তর হচ্ছে সেই শেয়ারের পূর্ণ মূল্য পরিশোধিত হয়নি বা ঐ শেয়ারের নিমিত্তে কোম্পানীর কিছু নির্দিষ্ট পাওনা বিদ্যমান আছে। প্রস্তাবিত শেয়ার গ্রহণকারী যদি আগে থেকেই কোম্পানীর সদস্য হয়ে থাকেন তবুও উপরোক্ত অস্বীকৃতির কড়াকড়ি শিথিল হবে না। হস্তান্তর নিবন্ধন ও শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২৬। অসুস্থমস্তিষ্ক বা অপ্রকৃতস্থ কোন ব্যক্তির নিকট কোন শেয়ার হস্তান্তর করা যাবে না।

তবে কোন সংস্থা বা সমিতিসহ যে কোন সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তির নামে শেয়ার হস্তান্তর করা যাবে ঃ–

ক) শেয়ারদাতা বা গ্রহীতার যে কোন একজন বা উভয়েই শেয়ার হস্তান্তরের আবেদন পত্র দাখিল করতে পারবেন।

খ) উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদ 'ক' মোতাবেক শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত কাগজপত্র যদি গ্রহীতার উল্লিখিত ঠিকানায় প্রাকমাসুলসহ ডাক যোগে প্রেরন করা হয় তা হলে ধরে নিতে হবে যে হস্তান্তরের ব্যাপারে গ্রহীতাকে যথাযথ নোটিশ দেয়া হয়েছে। এবং ডাক বিভাগের সাধারণ নিয়মে গ্রহীতার কাছে এই নোটিশ বিলিও করা হয়েছে।

গ) কোম্পানীর কোন শেয়ার বা ঋণপত্র হস্তান্তরের নিবন্ধন করা কোম্পানীর জন্য বৈধ হবে না যদি না হস্তান্তরকারী গ্রহীতা কর্তৃক হস্তান্তরের দলিলপত্র যথাযথভাবে ষ্ট্যাম্প ফি দিয়ে সম্পাদন পূর্বক যথাযথ প্রমাণপত্র সহ কোম্পানীর নিকট অর্পন করা হয়।

কোম্পানীর পরিচালকগণের সন্তুষ্টি মোতাবেক যদি প্রমাণীত হয় যে হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তর গ্রহীতা দ্বারা স্বাক্ষরকৃত হস্তান্তর সম্পর্কিত দলিল হারিয়ে গেছে তাহলে পরিচালকগণ উপযুক্ত বিবেচনা করলে হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প ফি প্রদান করে হস্তান্তর গ্রহীতা লিখিতভাবে আবেদন পেশ করলে দায় গ্রহণ সম্পর্কে পরিচালকগণের বিবেচনায় উপযুক্ত শর্তে হস্তান্তর নিবন্ধনকৃত হতে পারে।

ঘ) কোন শেয়ার বা ঋণপত্র নিবন্ধন করতে অস্বীকার করলে কোম্পানী হস্তান্তরের কাগজপত্র পেশ করার ২ মাসের মধ্যে হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তর গ্রহীতার কাছে অস্বীকৃতি স্মারক নোটিশ পাঠাবে।

ঙ) উপধারা 'গ' এর কোন বিধান কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার বা ঋণপত্র হোল্ডার কোন ব্যক্তিকে নিবন্ধন করার ক্ষমতা ক্ষুন্ন করবে না যদি উক্ত কোম্পানীতে উক্ত ব্যক্তি শেয়ার বা ঋণপত্রের অধিকার আইনের সূত্রে অর্পিত হয়ে থাকে।

২৭। শেয়ার হস্তান্তরের দলিলপত্র নিবন্ধিত হওয়ার পর কোম্পানীর অধিকারে এবং কোম্পানীর জিম্মায় বা তত্ত্বাবধানে থাকবে। পরিচালকগণ শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধন অস্বীকার করলে তৎসম্পর্কিত দলিলপত্র চাওয়া মাত্র উহার জমাদানকারীকে ফেরত দিতে হবে। পরিচালকগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোম্পানী তার জিম্মায় রক্ষিত দলিলপত্র নষ্ট করে ফেলতে পারে।

২৮। কোন মৃত সদস্যের তত্ত্বাবধায়ক বা প্রশাসক অথবা উত্তরাধিকারী মৃত সদস্যের নামে নিবন্ধিত শেয়ার-এর মালিকানা দাবী করলে পরিচালকগণ দাবীর সত্যতা যাচাই সাপেক্ষে সদস্য তালিকায় মৃত সদস্যের নামের পরিবর্তে নতুন নাম বসাতে পারেন।

২৯। কোন ব্যক্তি শেয়ার হোল্ডারের মৃত্যু, উম্মত্ততা অথবা দেউলিয়াত্ব অথবা অসচ্ছলতা অথবা আইনানুগ কোন উপায়ে কিন্তু হস্তান্তরের মাধ্যমে নয়, শেয়ারের মালিক হলে তিনি পরিচালক মণ্ডলীর অনুমতি সাপেক্ষে এবং তার অধিকারের বৈধতা সূচক সনদপত্র প্রদান করলে শেয়ার হোল্ডারের নিয়মকানুন ও বিধি নিষেধ অনুযায়ী উক্ত শেয়ার অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করা যাবে না।

৩০। কোন ব্যক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কোন শেয়ারের মালিক হলে যেহেতু তাঁর নাম পূর্বে সাধারণ শেয়ার হস্তান্তর নিমিত্তে তালিকা ভুক্তির অপেক্ষায় আছে সেক্ষেত্রে পরিচালক মণ্ডলী তার মনোনীত ব্যক্তি বা তাঁকে শেয়ার বিতরন করার অস্বীকৃতি জানবার অধিকার রাখে।

৩১। পরিচালক মণ্ডলী প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেকটি শেয়ারের হস্তান্তর দলিল পত্র নিরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত হস্তান্তর নথিভুক্ত করনে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন।

৩৩। হস্তান্তর বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্বেও এ বিষয়ে ভুলত্রুটি ধরা পড়লে এবং সে জন্য কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে কোম্পানী বা পরিচালকগণ কোন ক্ষতি পূরণ দিবে না।

৩৪। কোম্পানীর নিবন্ধিত অফিস যেখানে অবস্থিত সেই জেলায় প্রচারিত কতিপয় পত্রে বিজ্ঞাপন হিসাবে - ৭ (সাত) দিনের আগাম নোটিশ দিয়ে কোন কোম্পানী যে কোন সময় সদস্য তালিকা বন্ধ করে দিতে পারে। তবে প্রত্যেক বৎসর এই বন্ধের সময় সব মিলিয়ে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের বেশী হবে না। কিন্তু এক সংগে বা একাধারে তা ৩০ (ত্রিশ) দিনের বেশী হবে না।

মূলধনের হ্রাস বৃদ্ধি বা পরিবর্তন

৩৫। সময় সময় কোম্পানী সংঘের স্মারক লিপির ধারা অনুযায়ী সাধারণ সভার মাধ্যমে নতুন শেয়ার সৃষ্টি করে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারবে।

৩৬। এই জাতীয় নতুন শেয়ার ইস্যু করতে কোম্পানীকে যদি কোন শর্ত অধিকার এবং সুবিধা প্রদান করতে হয় তবে তা সাধারণ সভায় উল্লেখ পূর্বক গৃহীত হবে। যদি সাধারণ সভায় নির্দেশিত না হয় তাহলে পরিচালক মণ্ডলী সে সব শর্ত বা অধিকার স্থির করে নেবে।

৩৭। সকল নতুন শেয়ার ইস্যুর পূর্বে অবস্থা বিবেচনায় কোম্পানীর বর্তমান সদস্যদের নিকট তাদের বিদ্যমান আনুপাতিক হার অনুযায়ী শেয়ার ক্রয়ের আহ্বান জানানো যেতে পারে। একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রস্তাবিত শেয়ারের পরিমাণ এবং তা ক্রয় করার সময়সীমা উল্লেখ পূর্বক এই আহ্বান জানাতে হবে। উল্লেখিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে এই আহ্বান কার্যকরী নাই বলে বিবেচিত। উপরন্তু কোন সদস্যের অনিচ্ছা প্রকাশ সংক্রান্ত চিঠি উপরোক্ত আহ্বানকে অকার্যকর করবে। এমতাবস্থায় পরিচালক মণ্ডলী কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষায় এবং কোম্পানীর জন্য সুফল বয়ে আনবে এমন যে কোনভাবে এই নতুন শেয়ার বিক্রয় করতে পারবে।

৩৮। সংঘের নিয়মাবলী বা অনারূপ কার্য দ্বারা আরোপিত নতুন শেয়ার সৃষ্টির মাধ্যমে বৃদ্ধিকৃত সাধারণ মূলধন আদি মূলধনের অংশ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং তার চাঁদা, হস্তান্তর এবং ভোট প্রদান এবং অন্য বিষয় সংঘের নিয়মাবলীর আইন অনুসারে হবে।

৩৯। আইনের ৫৫ ধারা অনুযায়ী কোম্পানীর বিশেষ প্রস্তাব প্রণয়নের মাধ্যমে উহার শেয়ার মূলধন হ্রাস করতে পারে।

৪০। আইনের ৫০ ধারা অনুযায়ী কোম্পানীর সাধারণ সভায় প্রস্তাব প্রণয়নের মাধ্যমে সংঘের নিয়মাবলীর শর্ত সাপেক্ষে নিম্নরূপ পরিবর্তন সাধন করা যাবে ঃ

ক) বর্তমান শেয়ারের চেয়ে বড় অংকের শেয়ারসমূহ অথবা কোন শেয়ার মূলধন একত্রিকরণ।

খ) শেয়ারসমূহের যে কোন একটির বিভাজন দ্বারা সংঘে উল্লেখিত মৌলিক অংকের চেয়ে ছোট করা।

গ) সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে অবিক্রীত শেয়ারগুলো বাতিল করা এবং সেই বাতিলকৃত শেয়ার মূল্যের পরিমাণে মূলধন হ্রাস করা।

৪১। সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিচালক মণ্ডলী যে কোন মূল্যের পরিশোধিত মূলধনকে স্টকে রূপান্তরিত করতে পারবেন। যখন কোন শেয়ার স্টকে রূপান্তরিত হয় তখন ঐসব স্টকের মালিকগণ তাদের নিজ নিজ স্বার্থে অনুরূপভাবে হস্তান্তর করতে পারেন বা একই উপায়ে এবং একই বিধি নির্দেশ সাপেক্ষে হস্তান্তর করতে পারে।

৪২। কোন শেয়ারের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যদি শেয়ার মালিক হিসাবে নিবন্ধিকৃত হয়ে থাকেন তাহলে তারা সকলেই যৌথ মালিকানা এবং উত্তরাধিকারীত্বের সুবিধা ভোগ করবেন। এক্ষেত্রে অবশ্য নিম্নে বর্ণিত বিধিমালার উপ-ধারাগুলোকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

ক) ৩ জনের অধিক ব্যক্তিকে একটি শেয়ারের যৌথ মালিক হিসাবে নিবন্ধিত না করার অধিকার কোম্পানীর থাকবে।

খ) একটি শেয়ারের যৌথ মালিকগণ এককভাবে অথবা যৌথভাবে ঐ শেয়ার সংক্রান্ত যে কোন অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

গ) যৌথ মালিকদের মধ্যে যে কোন একজনের মৃত্যুতে সেই ব্যক্তির জীবিত এক বা একাধিক উত্তরাধিকারী ঐ শেয়ারের যৌথ মালিক বা দাবীদার হিসাবে কোম্পানী কর্তৃক স্বীকৃত হবে। তবে পরিচালক মণ্ডলী এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সংক্রান্ত সঠিক প্রমাণাদি দাখিলের প্রয়োজন মনে করতে পারেন এবং ঐ শেয়ারের ক্ষেত্রে যদি কোন দায় না থাকে তা হলে ঐ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে যৌথ মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত করে নিবন্ধিকৃত করা হবে।

ঘ) যৌথ মালিকানাধীন কোন শেয়ারের ক্ষেত্রে যদি কোন লভ্যাংশ বা অন্য কোন অর্থ কোম্পানী কর্তৃক প্রদান করা হয় তাহলে যৌথ মালিকের যে কোন একজন কর্তৃক এর গ্রহণ রশিদ প্রদানকেই কার্যকর প্রাপ্তি হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

ঙ) যৌথ মালিকানাধীন শেয়ারের সদস্য তালিকা রেজিষ্টারে যার নাম আগে লেখা থাকবে সেই ব্যক্তিই শেয়ার সনদপত্র গ্রহণ করার এবং ঐ শেয়ার সংক্রান্ত কোন পাওনা কোম্পানীর কাছ থেকে গ্রহণ করার অধিকারী হবেন। ঐ প্রথম ব্যক্তির কাছে প্রদত্ত যে কোন বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ সকল যৌথ মালিকের কাছে কার্যকর নোটিশ প্রদান হিসাবে বিবেচিত হবে।

চ) দুই বা ততোধিক যৌথ মালিকের যে কোন একজন কোম্পানীর সভায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে বা এ্যাটর্নির মাধ্যমে কিংবা প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন এবং তাকেই এ ব্যাপারে একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী বলে

মনে করা হবে। তবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যদি অনুরূপ এ্যাটর্নি বা প্রক্সির ক্ষমতা বলে কোন কোম্পানীর সভায় উপস্থিত থাকেন তা হলে যার নাম আগে বা উপরে সদস্য রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধকৃত হয়েছে যৌথ মালিকদের মধ্যে কেবল সেই ব্যক্তি ভোট দানের ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তবে যৌথ মালিকানার অন্য শরীকরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন। কোন মৃত সদস্যের একক শেয়ারের ক্ষেত্রে একের অধিক নির্বাহী বা প্রশাসকরা যৌথ মালিক হিসাবে বিবেচিত হবেন।

ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা :

৪৩। এই বিধিতে বর্ণিত অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে এই ব্যাংকের পরিচালক মণ্ডলী তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কোম্পানীর প্রয়োজনে যে কোন পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারবেন।

৪৪। এই সব ঋণ গ্রহণ এবং গৃহীত ঋণের অর্থ পরিশোধ নিশ্চিতকরণে পরিচালক মণ্ডলী কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষায় যা ভাল মনে করবেন সেই ধরনের শর্তই আরোপ করতে পারবেন। এ জন্য বণ্ড, ডিবেঞ্চার বা স্টক ইস্যু করা যেতে পারে। এমনকি কোম্পানীর কোন সম্পত্তির পুরোটা বা আংশিক বন্ধকী রাখা যেতে পারে।

৪৫। কোম্পানীর যে কোন বণ্ড, ডিবেঞ্চার বা ঋণ পত্র, স্টক বা অন্যান্য সিকিউরিটি যা ইতিপূর্বে ইস্যু করা হয়েছে বা আগামীতে ইস্যু করা হবে এসবগুলোই পরিচালক মণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কোম্পানীর জন্য সুফল বয়ে আনবে এই বিবেচনায় পরিচালক মণ্ডলীর যে সব শর্ত এবং নীতিমালা আরোপ প্রয়োজন হবে সেই সব শর্ত ও নীতিমালা সাপেক্ষে উপরোক্ত বণ্ড, ডিবেঞ্চার, স্টক ইস্যু করবেন।

৪৬। ব্যবসায়িক স্বার্থে আবশ্যক মনে হলে কোম্পানী যে কোন ধরনের বণ্ড, ডিবেঞ্চার, স্টক অথবা অন্যান্য সিকিউরিটি ইত্যাদি বিশেষ সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে ইস্যু করতে পারবে।

৪৭। কোম্পানীর পরিচালকগণ কোম্পানী আইনের ১২৩ ধারা অনুযায়ী বন্ধকী একটি রেজিষ্টার রাখবে যাতে সকল বন্ধক এবং দায় নির্বাহ বিশেষ করে কোম্পানীর সম্পত্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বন্ধক এবং দায় নির্বাহ লিপিবদ্ধ থাকবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে বন্ধকী বা দায় নির্বাহ করা হয়েছে এমন সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বন্ধক বা দায় নির্বাহের অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

পরিচালককে ঋণ বা অগ্রীম প্রদান

৪৮। কোম্পানী কোন পরিচালককে ঋণদান করবে না অথবা কোন পরিচালক কোম্পানী কর্তৃক দেয় ঋণের জামিন হতে পারবে না কোন পরিচালক যে ফার্মে অংশীদার আছে সেই ফার্মকেও কোম্পানী ঋণদান করবেনা।

ঋণদানেঅগ্রাধিকার

৪৯। ঋণদানের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় ও কর্মসংস্থান এবং আয় কর্মসংস্থান উৎসাহিত করে এমন কর্মসূচীকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

ঋণ প্রদানে বাধা নিষেধ

৫০। ব্যাংক কোম্পানী অধ্যাদেশ ১৯৯১ এর (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ও (পরিবর্তিত) বিধি সমূহ বর্তমান কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫১। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত ঋণ প্রদানে বাধানিষেধ সমূহ কোম্পানী কর্তৃক অনুসৃত হবে।

বিধিবদ্ধ সভা

৫২। এই কোম্পানী ব্যবসা শুরু করার তারিখ থেকে ১ মাসের কম নয় কিন্তু ১৮ মাসের উর্ধে নয় এমন সময়ের মধ্যে সদস্যদের একটি সভা আহবান করবে এবং সেই মোতাবেক সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে যা বিধিবদ্ধ সভা বলে অভিহিত হবে।

৫৩। কোম্পানীর পরিচালকগণ বিধিবদ্ধ সভার তারিখের অন্ততপক্ষে ২১ দিন পূর্বে একটি বিধিবদ্ধ রিপোর্ট (যা কমপক্ষে ২ জন পরিচালক অথবা পরিচালক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত হবে।) প্রত্যেক সদস্যের কাছে প্রেরণ করবে। উপরোক্ত বিধিবদ্ধ রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত বিষয় সমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে :

ক) বিলিকৃত শেয়ারের মোট সংখ্যা, বিলিকৃত শেয়ারের মধ্যে নগদ ছাড়া অন্যভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধিত শেয়ারের পরিমান, আংশিক পরিশোধিত শেয়ারের ক্ষেত্রে মূল্যের কত অংশ পরিশোধিত হয়েছে এবং উভয় ক্ষেত্রে যে মূল্যে শেয়ার বিলি করা হয়েছে।

খ) উপরে উল্লিখিত পরিমান দেখিয়ে বিলিকৃত সকল শেয়ারের বাবদ কোম্পানীর প্রাপ্ত মোট নগদ অর্থের পরিমাণ।

গ) রিপোর্ট দানের সাত দিন পূর্ব পর্যন্ত সময়ে প্রাপ্ত অর্থ ও খরচের তালিকা যাতে শেয়ার, ঋণ-পত্র ও অন্যান্য সূত্র হতে কোম্পানীর প্রাপ্ত অর্থ, তা হতে খরচ এবং অবশিষ্ট অর্থের বিবরণ এবং কোম্পানীর প্রাথমিক খরচের হিসাব বা আনুমানিক হিসাব। ইস্যু বা বিক্রির উপর কোন কমিশন বা বাটা থাকলে তা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ঘ) পরিচালকবৃন্দ,অডিটরগণ, ম্যানেজিং এজেন্ট ও ম্যানেজার (যদি থাকে) এবং সচিবের নাম, ঠিকানা ও বিবরণ এবং কোম্পানীর সমিতিবদ্ধ হওয়ার পর যদি কোন পরিবর্তন হয়ে থাকে তা হলে পরিবর্তনের বিবরণ।

ঙ) অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করতে হবে এমন কোন চুক্তি সংশোধনের বিবরণি ও তার সাথে সংশোধনের বা প্রস্তাবিত সংশোধনের বিবরণি।

চ) অবলিখন (আণ্ডার রাইটিং) চুক্তি যদি থাকে তা যে পরিমানে কার্যকর হয়েছে।

ছ) পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট ও ম্যানেজারগণের নিকট বিলিকৃত শেয়ার মূল্যের মধ্যে বকেয়া পাওনা, যদি থাকে।

৫৪। বিধিবদ্ধ রিপোর্টে এই কোম্পানী কর্তৃক বিলিকৃত শেয়ার এবং অনুরূপ শেয়ার বাবদ গৃহীত নগদ অর্থ এবং কোম্পানী আয় ও ব্যয় সম্পর্কে কোম্পানীর অডিটর দ্বারা এই মর্মে সত্যায়িত হতে হবে যে এটা সঠিক।

৫৫। কোম্পানীর প্রত্যেক সদস্যদের নাম, বিবরণ ও ঠিকানা এবং প্রত্যেক সদস্যের শেয়ারের সংখ্যাসহ একটি তালিকা পরিচালক মণ্ডলী প্রস্তুত করাবেন এবং সভা শুরু হলে এই তালিকা সভায় উপস্থাপন করা হবে এবং সভা চলাকালীন কোম্পানীর যে কোন সদস্যের জন্য তা উন্মুক্ত রাখা হবে।

৫৬। সভায় উপস্থিত সদস্যরা পূর্ব নোটিশ দেওয়া হোক বা না হোক কোম্পানী গঠন এবং বিধিবদ্ধ রিপোর্ট সম্পর্কে যে কোন

বিষয় আলোচনা করতে পারবেন কিন্তু কোম্পানীর নিয়মানুযায়ী নোটিশ না দেয়া হলে সে বিষয়ে কোন প্রস্তাব পাশ করা যাবে না।

৫৭। সভা বিভিন্ন সময়ে স্থগিত হতে পারে। স্থগিত সভার ক্ষমতা মূল সভার অনুরূপ হবে।

সাধারণসভা

৫৮। কোম্পানী নিবন্ধিকৃত হবার ১৮ মাসের মধ্যে কোম্পানীর প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং এর পর বৎসরে অন্ততঃ একবার সাধারণ সভা হবে। দুই সভার মধ্যে কোন ভাবেই ১৫ মাসের বেশী ব্যবধান হতে পারবে না। সভার স্থান ও সময় পরিচালক মণ্ডলী স্থির করবেন।

উপরোক্ত সভাকে সাধারণ সভা এবং এই সভা ছাড়া কোম্পানীর সদস্যদের অন্যান্য সভাকে অতিরিক্ত সাধারণ সভা বা জরুরী সভা হিসাবে আখ্যায়িত করা হবে।

৫৯। পরিচালকগণ প্রয়োজনবোধে সাধারণ সভা এবং অতিরিক্ত সাধারণ সভা উভয়-ই আহবান করতে পারবেন।

৬০। ক) পরিশোধিত মোট শেয়ার মূল্যমানের এক দশমাংশের কম নয় এমন শেয়ার মালিকদের তলবে কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবেন।

খ) এই তলব নামা অবশ্যই তলবী শেয়ার মালিক দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং প্রত্যেকটি তলব নামায় শেয়ার মালিকদের দস্তখত আলাদা আলাদা ভাবে লিপিবদ্ধ হতে হবে।

একটি শেয়ারের যৌথ মালিকের ক্ষেত্রে উভয় মালিককেই স্বাক্ষর দিতে হবে।

গ) তলবী পত্র দাখিল করার তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে পরিচালক মণ্ডলীর সভা আহ্বানের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তলবী পত্রী শেয়ার মালিকগণ অথবা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেরাই সভা আহ্বান করতে পারবেন।

যেভাবেই হোক না কেন এ জাতীয় সভা আহ্বান করা হলে তলব পত্র দাখিল করার তারিখ থেকে ৩ মাসের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে।

ঘ) এই ধারা অনুসারে তলব পত্রীগণ কর্তৃক কোন সভা আহ্বান হলে পরিচালক মণ্ডলী ঠিক যে ভাবে অন্যান্য সভা আহ্বান করে থাকেন যতদূর সম্ভব ঠিক সেই পদ্ধতিতেই সভা আহ্বান করতে হবে।

ঙ) সময় মত সভা আহ্বান করতে পরিচালক মণ্ডলী ব্যর্থ হওয়ার কারনে তলবী পত্রীগণ যদি কোন যুক্তিযুক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন তাহলে কোম্পানী সেই অর্থ তাদেরকে পরিশোধ করবে এবং সভা আহ্বানের ব্যর্থতার জন্য দায়ী পরিচালক মণ্ডলীর প্রাপ্য বা প্রাপ্য ফি বা তাদের কাজের জন্য প্রাপ্য সম্মানী টাকা থেকে ঐ পরিমাণ পরিশোধিত অর্থ কর্তন করে রাখবে।

৬১। কোম্পানী আইন ১৯১৩ এর ৮৯ ধারার (২) উপধারায় উল্লেখিত বিশেষ প্রস্তাব সংক্রান্ত বিধান সাপেক্ষে সভার স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ পূর্বক যদি সভার বিশেষ কর্মসূচী থাকে তবে তার বর্ণনাসহ আহুত সভা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট

ব্যক্তিগণকে কমপক্ষে- ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হবে। তবে কোন অনিবার্য কারনে যদি কোন সদস্যকে নোটিশ দেওয়া না হয় কিংবা কোন সদস্য যদি নোটিশ না পান তথাপি সাধারণ সভার কার্যক্রম অবৈধ হবে না। অতিরিক্ত সাধারণ সভার ক্ষেত্রে সভার তারিখের ২১ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হবে।

৬২। সভার নোটিশ পাওয়া, সভায় উপস্থিত থাকা এবং সভায় ভোট দানের অধিকার আছে এমন ক্ষমতার অধিকারী সকল সদস্যদের অনুমতিক্রমে উপরে উল্লেখিত সময়েরও কম সময়ে অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করা যেতে পারে।

৬৩। কোন পরিচালক বা সদস্য যদি নোটিশ প্রদানের সময় কিংবা সভার তারিখ পর্যন্ত সময়ে তার স্বাভাবিক বাসস্থানে অনুপস্থিত থাকেন তাহলে সভার নোটিশ সেই অনুপস্থিত পরিচালক বা সদস্যের নিবন্ধিকৃত ঠিকানায় পাঠানো হলেই নোটিশ প্রদান যথাযথ বলে বিবেচিত হবে।

সাধারণ সভার কার্যবিবরনী

৬৪। কোন সাধারণ সভা শুরু হবার সময় সদস্যদের কোরাম না হলে উক্ত সাধারণ সভায় কোন কার্যক্রম গ্রহন করা যাবে না। ভোট দানের ক্ষমতা সম্পন্ন ন্যুনতম পক্ষে ৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সাধারণ সভার কোরাম হিসাবে গণ্য করা হবে।

৬৫। কোন সাধারণ সভায় কোন কার্যক্রম গ্রহন করা যাবে না যদি সেই সভায় চেয়ারম্যান উপস্থিত না থাকেন কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে অন্য কোন চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হন।

৬৬। সাধারণ সভার পরিচালনার দায়িত্ব কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীর চেয়ারম্যানই পালন করবেন। যদি চেয়ারম্যান না থাকেন অথবা যদি সভা শুরু করার নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিটের মধ্যে তিনি সভায় উপস্থিত না হন বা যদি তিনি চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করতে অনিচ্ছুক হন তবে উপস্থিত সদস্যগণ পরিচালক মণ্ডলীর মধ্য হতে একজনকে অথবা সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে চেয়ারম্যান মনোনীত করবেন।

৬৭। যে সভায় কোরাম ছিল এধরনের যে কোন সভার সম্মতি নিয়ে চেয়ারম্যান কোন সভা সময়ে সময়ে এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে মুলতবী ঘোষনা করতে পারেন তবে মুল সভার অসম্পূর্ণ কাজ ছাড়া অন্যকোন কার্যক্রম মুলতবী সভায় গ্রহন করা যাবে না। কোন সভা ১০ দিন বা এর চেয়ে বেশী সময় মুলতবী থাকলে সেই সভা অনুষ্ঠানের জন্য মুল সভার মত মুলতবী সভার নোটিশ দিতে হবে। এছাড়া মুলতবী সভা বা মুলতবী সভায় গৃহীত কার্যক্রমের জন্য কোন নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

৬৮। তলবী সভার ক্ষেত্রে সভা শুরুর আধ ঘন্টার মধ্যে কোরাম না হলে, সভা ভেংগে দিতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সভা মুলতবী হয়ে যাবে এবং পরবর্তী সপ্তাহের একই দিনে একই স্থানে এবং একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। মুলতবী সভা শুরুর নির্ধারিত সময় হতে আধা ঘন্টার মধ্যে কোরাম না হলে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা ঐ সভার জন্য কোরাম হিসাবে গণ্য হবে।

৬৯। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময়ে যদি কম পক্ষে ১০ জন সদস্য বা পরিশোধিত মুলধনের একদশমাংশ পরিমান ভোটের অধিকারী সদস্য কর্তৃক কোন ভোট দাবী না করা হয় তাহলে চেয়ারম্যান হাত তোলার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং সে সিদ্ধান্তটি সর্ব সম্মতভাবে বা একটি বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অথবা সার্বিকভাবে সভায় গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। কোম্পানীর সভার কার্যবিবরনী খাতায় লিপিবদ্ধ বিবরনই হবে প্রকৃত ঘটনার যথার্থ প্রমান। সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটের পরিমান বা অনুপাত সংক্রান্ত বাড়তি কোন প্রমানের এক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে না।

৭০। যদি যথাযথ ভাবে ভোট গ্রহনের দাবী করা হয় তবে চেয়ারম্যান যে ভাবে নির্দেশ দিবেন সে ভাবে ভোট গ্রহন করা হবে। এবং ভোটের ফলাফলকে যে সভায় ভোট গ্রহনের দাবী করা হয়েছিল সে সভার প্রস্তাব বলে গণ্য হবে।

৭১। হাত তুলে ভোট গ্রহন বা আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহনে ভোট সমান সংখ্যক হলে সে ক্ষেত্রে যে সভায় হাত তুলে ভোট গ্রহন করা হয়েছে অথবা যে সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী করা হয়েছে সেই সভার চেয়ারম্যান দ্বিতীয় অথবা কাষ্টিং ভোট দিতে পারবেন।

৭২। চেয়ারম্যান নির্বাচন অথবা সভা মুলতবী করার প্রশ্নে ভোট গ্রহনের দাবী করা হলে তৎক্ষনাৎ ভোট গ্রহন করতে হবে। অন্য কোন প্রশ্নে ভোট গ্রহনের দাবী করা হলে সেক্ষেত্রে সভার চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুযায়ী সময়ে ভোট গ্রহন করা হবে।

৭৩। যে কার্যক্রমের উপর ভোট দাবী করা হয় সেই কার্যক্রম ব্যতিত অন্য কিছু সভার কার্যক্রমকে ব্যহত করতে পারেন।

৭৪। সভায় সর্বসম্মতিভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সভার কার্যবিবরনী অথবা অন্য কোন কার্যবিবরনী সভার কার্যবিবরনী বইতে লিখতে হবে। উক্ত কার্যবিবরনী বই যদি সভায় চেয়ারম্যান (যিনি উক্ত সভার চেয়ারম্যান ছিলেন) বা পরবর্তী সভায় যিনি চেয়ারম্যান হিসাবে সভাপতিত্ব করবেন তাদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হলে উক্ত রেকর্ডকৃত কার্যবিবরনী বই অতিরিক্ত প্রমান ছাড়াই প্রকৃত ঘটনার চুড়ান্ত প্রামান্য তথ্য হিসাবে গ্রহন করা হবে।

৭৫। সভার কার্যবিবরনী বই কোম্পানীর নিবন্ধন অফিসে উপযুক্তস্থানে সংরক্ষন করতে হবে। এবং ব্যবসা চলাকালিন সময়ে কোম্পানী কর্তৃক সময় সময় যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ আরোপ সাপেক্ষে কোন দর্শনী ছাড়া বিনা মূল্যে এবং নুনপক্ষে প্রত্যেক কর্মদিবসে ২ ঘন্টা সময় সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য খোলা রাখতে হবে।

৭৬। কোন সদস্য সভা শেষ হওয়ার ৭ দিন পরে সভার কার্যবিবরনী বা তার অংশ বিশেষের নকল প্রয়োজন মনে করলে অনুরোধক্রমে তিনি প্রতি ১০০ শব্দের জন্য অথবা তার ভগ্নাংশের জন্য ৫/ টাকা জমা দিয়ে তা নিতে পারবেন। এবং কোন ব্যক্তি কোন কপি চাইলে কোম্পানীর প্রাপ্য প্রাপ্তির পর হতে ৭ দিনের মধ্যে (ছুটির দিন এবং কোম্পানীর বই হস্তান্তর বন্ধের দিন ছাড়া) কোম্পানী তা উক্ত ব্যক্তির নিকট দিবেন।

সদস্যদের ভোট

৭৭। এই বিধি মালার ৮০ ও ৮১ ধারা সাপেক্ষে

ক) হাত তোলা পর্বে প্রত্যেক ভোটাধিকারী সদস্য তা তিনি ব্যক্তিগত ভাবে বা এ্যাটর্নীর মাধ্যমে বা প্রক্সির মাধ্যমেই সভায় উপস্থিত থাকুন না কেন তার কেবল মাত্র একটি ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে।

খ) ভোট দান পর্বে প্রতিটি ভোটাধিকারী সদস্য তা তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা এ্যাটর্নী অথবা প্রক্সির মাধ্যমে সভায় উপস্থিত থাকুন না কেন তার অধীনে প্রত্যেকটি শেয়ারের জন্য একটি করে ভোট দেবার অধিকার থাকবে।

৭৮। শেয়ার মালিকদের ভোট দানের ক্ষমতা শেয়ার মালিকের শেয়ার পরিমানের আনুপাতিক হারেই বিবেচিত হবে।

৭৯। কোন শেয়ার মালিকের নামে যে পরিমান শেয়ারই থাকুক না কেন সেই শেয়ার মালিকের একক ভাবে ভোট দানের ক্ষমতা কোন ভাবেই সকল শেয়ার মালিকদের মোট ক্ষমতার শতকরা ৫ ভাগের বেশী হবে না।

৮০। যে সব ক্ষেত্রে শেয়ারের মালিক কোন একটি সংস্থা বা কর্পোরেশন সে সব ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ঐ সংস্থা একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। সেই প্রতিনিধি একজন সদস্য হিসাবে ভোট দানের অধিকারী বলে বিবেচিত হবেন। তা হাত তোলার পরেই হোক কিংবা লিখিতভাবে মতামত যাচাই করেই হোক। তবে সংস্থার প্রতিনিধি নিয়োগ প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই ঐ সংস্থার পরিচালক দ্বারা স্বাক্ষরীত ও সত্যায়িত হতে হবে। এবং এই সত্যায়িত কপিকেই ভোটদানের ক্ষেত্রে গ্রহণ যোগ্য হিসাবে কোম্পানী বিবেচনা করবে।

৮১। কোম্পানী সভার ভোট দানের ক্ষেত্রে কোন সদস্য ব্যক্তিগত ভাবে সভায় উপস্থিত থেকে কিম্বা এক বা একের অধিক ব্যক্তির নামে এ্যাটর্নী প্রদান বা প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। তবে কোম্পানীর সদস্য যেখানে একটি সংস্থা বা কর্পোরেশন সেক্ষেত্রে পূর্বে বর্ণিত অনুমোদিত প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে ভোট প্রদান করা যাবে।

৮২। যে ফর্মের মাধ্যমে প্রক্সি দেওয়া হবে তা প্রক্সি দাতা বা তার দ্বারা স্বহস্তে লিখিত হতে হবে। প্রক্সি দাতা যদি কোন কোম্পানী/সংস্থা বা কর্পোরেশন হয় তাহলে সেই ফর্ম কোম্পানীর বা সংস্থার সীলমোহরসহ এ ব্যাপারে সংস্থা বা কোম্পানী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সংস্থার এ্যাটর্নীর স্বহস্তে লিখিত হতে হবে।

৮৩। ক) প্রক্সি পত্র বা এ্যাটর্নী ক্ষমতা বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে ভোটদানের অধিকারী ব্যক্তি কোম্পানীর অফিসার বা কর্মী হলে বা সে হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে, সেই ব্যক্তি কোম্পানীর কোন সভায় প্রক্সি দাতা হিসাবে ভোট কিংবা অন্য কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না যদি না ঐ স্বাক্ষরীত প্রক্সিপত্র নোটারীর মাধ্যমে প্রত্যায়ন পূর্বক কোম্পানীর নির্ধারিত কার্যালয়ে সভা অনুষ্ঠানের ৭২ ঘন্টা পূর্বে জমা না দেওয়া হয়।

খ) এই প্রক্সিপত্র কোম্পানীর হেফাজতে জমা দেওয়া হোক বা না হোক, সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রক্সির মূল কপি জমা দেবার জন্য প্রত্যেক প্রক্সি দাতা বা এ্যাটর্নীকে অনুরোধ জানানো হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রক্সিপত্র জমা না দিলে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ প্রক্সি হিসাবে ভোট দিতে পারবেন না। তবে পরিচালকমণ্ডলী তাদের বিশেষ ক্ষমতা বলে এই বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে ভোট দানের ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।

৮৪। যদি কোন প্রক্সিপত্র মাত্র প্রক্সি হিসাবে কোম্পানীর কাজের ব্যাপারে কিংবা ভোট দানের ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেই প্রক্সিপত্রের মূল কপি অবশ্যই কোম্পানীর হেফাজতে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার ক্ষমতা পরিচালক মণ্ডলীর থাকবে। তবে সেই প্রক্সিপত্র বা এ্যাটর্নী ক্ষমতায় যদি অন্যকোন অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ থাকে তাহলে সেই প্রক্সিপত্রের মূলকপি ভালভাবে দেখে কোম্পানীর হেফাজতে ফটোকপি রেখে মূলকপি প্রক্সিপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা হবে।

স্থান কাল বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট সভা বা অন্যকোন ব্যাপারে প্রদত্ত প্রতিটি প্রক্সি পত্র অবশ্যই অনুমোদিত ফর্ম বা নিম্ন বর্ণিত ফর্ম অনুযায়ী হবে।

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

আমি .... ঠিকানা ....
.... ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর শেয়ার মালিক হিসাবে জনাব/বেগম
.... ঠিকানা .... কে (কিংবা তার অনুপস্থিতিতে) .... ঠিকানা
.... কে এই মর্মে নিয়োগ প্রদান করছি যে, ঐ ব্যক্তি আমার অনুপস্থিতিতে কোম্পানীর (সাধারণ সভা কিংবা অতিরিক্ত সাধারণ সভা যা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

.... তারিখের সাধারণ সভায় সশরীরে উপস্থিত থেকে আমার প্রক্সি হিসাবে ভোট প্রদান করবেন। ঐ সভার মুলতবী বৈঠকেও এই নিয়োগ পত্র প্রযোজ্য থাকবে।

স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে .... তারিখে আমি স্বজ্ঞানে স্বাক্ষর দিলাম।

স্বাক্ষীর স্বাক্ষর ঃ

স্বাক্ষর ঃ

প্রক্সি দাতার নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

৮৫। কোম্পানীর যে সভাতে ভোট দানের প্রবৃত্তি নিহিত সেই সভাতে ভোটদান সম্পর্কিত আপত্তি উত্থাপন করতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে ভোট দান সম্পর্কিত আপত্তি কার্যকর বলে গণ্য করা যাবে না। যে সভাতে ভোট দান গৃহীত হয়েছে অথচ ভোট দানের সময় তার ব্যক্তিগত ভাবেই হোক বা প্রক্সির মাধ্যমেই হোক, কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি তা হলে ঐ ভোট দানকে বৈধ বলে বিবেচনা করা হবে।

৮৬। কোন সভাতে ভোট দানের বৈধতা যাচাই করার ক্ষমতা কেবল মাত্র ঐ সভার সভাপতিরই থাকবে। সভায় ভোট দানের সময় প্রত্যেকটি ভোটের বৈধতা স্বয়ং সভাপতি যাচাই করবেন।

৮৭। কোম্পানীর সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যে কোন সদস্য কোম্পানীর সাধারণ সভার সমান অধিকার ভোগ করবে এবং অন্যান্য সদস্যের ন্যায় সকল দায়িত্বও বহন করবে।

পরিচালক মন্ডলী

৮৮। কোম্পানীর সাধারণ সভায় অন্যরূপ স্থির না হলে পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা কখনোই ৩ এর কম এবং ১৫ এর উর্দ্ধে হবে না।

৮৯। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ কোম্পানীর প্রথম পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য হবেন ঃ

১. ফজলে হাসান আবেদ, ব্র্যাকের পক্ষে

২. সৈয়দ হুমায়ুন কবীর,

৩. এ. এস. মাহমুদ

৪. ফারুক আহমদ চৌধুরী

৫. ডঃ সালেহউদ্দীন আহমেদ

৬. আমিনুল আলম

৭. কাজী আমিনুল হক

৯০। কোম্পানীর সাধারণ সভায় অন্যরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা হবে ৭ জন যাঁরা নিম্নলিখিত ভাবে বিন্যস্ত হবেন ঃ

ক. মূলধন সরবরাহকারীদের নির্বাচিত সদস্য ৬ জন।

খ. পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিয়োজিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১ জন।

৯১। উপরে উল্লিখিত পরিচালকদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক অবসর আবর্তের আওতাধীন থাকবেন না। অন্যান্য পরিচালকগণ ব্যাংকিং অধ্যাদেশ ১৯৯১-এর নিয়মানুযায়ী অবসর আবর্তের আওতায় আসবেন।

৯২। কোম্পানীর পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার জন্য নিজ নামে কোন শেয়ার থাকার প্রয়োজন হবে না।

৯৩। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি এই কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। যদি তিনি —

(ক) অন্য ব্যাংকিং কোম্পানির পরিচালক মণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

(খ) অন্য কোন ব্যাংকিং কোম্পানীতে নিয়োজিত থাকেন।

৯৪। আইনের - ৮৬ বি ধারা অনুযায়ী একজন পরিচালক তার স্থানে অন্য কোন ব্যক্তিকে বিকল্প পরিচালক হিসাবে মনোনীত করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। এই বিকল্প পরিচালক প্রকৃত পরিচালকের ন্যায় অফিসে হাজির থাকতে পারেন এবং সভায় যোগদানের জন্য তার নোটিশ পাওয়ার অধিকার থাকবে এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বিকল্প পরিচালকের যোগ্যতামূলক শেয়ার থাকার প্রশ্ন উঠে না এবং নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রকৃত পরিচালক আসার সাথে সাথে বিকল্প পরিচালকের পদ লুপ্ত হবে। বিকল্প পরিচালক নিয়োগ ও অপসারণ নিযুক্তকারী পরিচালকের নিজ হাতের নোটিশ অনুযায়ী হতে হবে এবং তা অবশ্যই পরিচালক মণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৯৫। কোম্পানীর স্বার্থে যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় পরিচালক মণ্ডলী বিশেষ সময়ের জন্য কারিগরী পরিচালক/উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারবেন। পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত কারিগরী পরিচালক/উপদেষ্টার ক্ষমতা, অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত হবে।

৯৬। পরিচালকগণ প্রত্যেকে প্রতিটি সভায় উপস্থিতির জন্য ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা ফি গ্রহণ করতে পারবেন।

৯৭। কোন পরিচালক অন্য কোন পরিচালককে কোম্পানীর সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য (যে পরিচালক সাধারণ বাসিন্দা নয়) বিশেষ পারিশ্রমিক, যাতায়াত ভাতা এবং থাকার জন্য ভাতা ইত্যাদি সুবিধা দিতে পারেন যা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক হিসাবে গণ্য হবে। পরিচালক ও সার্বক্ষনিক পরিচালকের সম্মানী বা ভাতা কোম্পানীর উক্ত সভায় নির্ধারিত হবে।

৯৮। যদি কোন পরিচালক বিশেষ কোন অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত হন তাহলে সেই অতিরিক্ত পরিশ্রম বা দায়িত্ব পালনের কারণে সেই পরিচালককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া যেতে পারে। সেই পারিশ্রমিক নির্ধারিত মূল্যের বা অন্যকোন রূপেও হতে পারে তবে সব কিছুই নির্ধারিত হবে পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

৯৯। কোন পরিচালকের পদ সাময়িক ভাবে শূন্য হলে বিদ্যমান পরিচালকগণ যে কোন সময়ে একজন নতুন পরিচালক নিয়োগ করতে পারবেন। অবশ্য কোম্পানী কর্তৃক স্থিরকৃত মোট পরিচালক সংখ্যা এই নতুন নিয়োগ হেতু সীমা ছাড়াইয়া না যায় যা স্মারকলিপিতে — ৮৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। উক্ত পরিচালক পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত বহাল থাকবেন।

১০০। কোন পরিচালকের পদ শূন্য হবে যদি ঃ-

ক) যথাযোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁকে মানষিক অসুস্থ বলে গণ্য করা হয় ঃ

অথবা

খ) তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়, অথবা

গ) তিনি পদত্যাগ করেন, অথবা

ঘ) ছমাস বা অতিরিক্ত সময় ধরে বিনা অনুমতিতে পরিচালক মণ্ডলীর সভায় অনুপস্থিত থাকেন অথবা

ঙ) আইনের কোন ধারা বরখেলাপ করে পরিচালক থাকার যোগ্যতা হারান।

পরিচালকগণের আবর্তন ঃ

১০১। কোম্পানীর প্রথম সাধারণ সভায় কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত অন্যান্য সকল পরিচালকই অবসর গ্রহণ করবে। তবে পরবর্তী সাধারণ সভাগুলোতে পরিচালকের এক তৃতীয়াংশ (বা এক তৃতীয়াংশের নিকটতম) পরিচালক সদস্য অবসর গ্রহণের আওতাভুক্ত হবেন (তবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবর্তনেরআওতায় আসবেন না।

১০২। আবর্তনের মাধ্যমে, অবসর গ্রহণের বেলায় যিনি আগে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি আগে অবসর নেবেন। একই দিনে নিযুক্ত পরিচালকের মধ্যে পারস্পরিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোন একজন অবসর গ্রহণ করবেন। অন্যথায় লটারীর মাধ্যমে অবসর গ্রহণের বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে।

১০৩। আবর্তনের আওতায় অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক পুনঃ নির্বাচনের যোগ্য হবেন। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী অধ্যাদেশ ১৯৯১-এর ১৬ নং ধারার নিয়ম মেনে চলতে হবে।

১০৪। অনুরূপ কোন সভায় পরিচালকদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলে যদি অবসর গ্রহণকারী পরিচালকদের পদ নতুন ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণ না করা হয় তবে উক্ত সভা পরবর্তী সপ্তাহের একই দিনে একই সময়ে পর্যন্ত মুলতবী থাকবে যা পরে একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ মুলতবী সভাতেও যদি অবসর গ্রহণকারী পরিচালকদের শূন্য স্থান পূরণ না করা হয় তবে ধরে নিতে হবে যে, যাদের শূন্যস্থান পূরণ করা হয় নাই তারা উক্ত মুলতবী সভায় নির্বাচিত হয়েছেন।

১০৫। কোম্পানী বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে যে কোন পরিচালককে তাঁর পদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই অপসারণ করতে পারবে এবং তার স্থলে অপর কাউকে একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগ করতে পারবে। অনুরূপ ভাবে নিযুক্ত ব্যক্তির অবসর গ্রহণের বিষয়টি নির্ধারিত হবে তিনি যার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তার সর্বশেষ নির্বাচনের তারিখ থেকে।

সভাপতি

১০৬। পরিচালকগণ তাদের মধ্যে হতে একজনকে সভাপতি এবং আর একজনকে সহ সভাপতি নির্বাচন করবেন। তারা নিজেদের পর্যন্ত সময়কালের জন্য স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন। পরিচালকের দুই তৃতীয়াংশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে যে কোন সময়ে তাদের অপসারিত করা যাবে।

১০৭। সভাপতি সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ সভাপতি এবং তাঁদের অনুপস্থিতিতে পরিচালকগণ নিজেদের মধ্য হতে একজন চেয়ারম্যান মনোনীত/নির্বাচিত করবেন।

১০৮। পূর্বের নির্বাচিত সভাপতি ততদিন পর্যন্ত অফিসের অধিকারী হবেন যতদিন পর্যন্ত না বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের দ্বারা অন্য কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০৯। কোন বিষয়ে ভোটের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে। কোন ক্ষেত্রে ভোট সমান সমান হলে সভার চেয়ারম্যান দ্বিতীয় বা কাষ্টিং ভোট দিবেন।

পরিচালকগণের সভার কার্য বিবরণী

১১০। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে পরিচালকগণ সভায় মিলিত হবেন, উহা মুলতবী ঘোষণা করবেন কিংবা অন্যভাবে তাদের সভার কাজ নিয়ন্ত্রণ করবেন।

১১১। যখন প্রয়োজন হবে তখন ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাপতির নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালকদের জন্য সভা ডাকতে পারবেন।

১১২। ক) সভাপতি ৩ জন পরিচালকের অনুরোধে পরিচালক মণ্ডলীর সভা আহ্বান করতে পারেন। এইরূপ সভা আহ্বান করার ১৫ দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে যা ৭ দিন পূর্বে পৌঁছাতে হবে।

খ) তলবী সভা আহবানের অনুরোধ পত্রে উক্ত তলবী সভার উদ্দেশ্য সমূহ সন্নিবেশিত থাকবে, তাতে তলবকারীদের স্বাক্ষর থাকবে এবং তা চেয়ারম্যানের নিকট উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ দাখিল করতে হবে।

গ) যদি চেয়ারম্যান সভা আহবানের অনুরোধ পাবার ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ প্রদান করতে অপারগ হন তবে অনুরোধকারী পরিচালকগণ নিজেরাই নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সভা আহ্বান করতে পারবেন।

১১৩। নোটিশ অবশ্যই পরিচালকদের ঠিকানায় প্রদান করতে হবে যা বৈধ নোটিশ বলে গন্য হবে।

১১৪। সাধারণতঃ ৭ দিন পুর্বে পরিচালকদের নোটিশ দিতে হবে তবে জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান স্বল্প সময়ে নোটিশ জারী করতে পারেন।

১১৫। যদি কোন পরিচালকের নোটিশে ত্রুটি থাকে বা যে কোন কারণে কোন পরিচালক নোটিশ না পেয়ে থাকেন তবে ঐ সকল সভার প্রস্তাব সমুহ অবৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

১১৬। চারজন পরিচালকের উপস্থিতিতে পরিচালক মণ্ডলীর সভার কোরাম হবে।

১১৭। পরিচালক মণ্ডলীর প্রস্তাব সমুহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে অনুমোদন হবে।

১১৮। পরিচালক মণ্ডলী যে কোন কমিটি বা কমিটি সমুহ গঠন করতে পারেন তবে তাতে পরিচালক মণ্ডলীর সর্বসম্মতি থাকতে হবে।

১১৯। একটি লিখিত পরিপত্র সমগ্র পরিচালক মণ্ডলী (বাংলাদেশে উপস্থিত) কর্তৃক দস্তখত হবার পর তা পরিচালক মণ্ডলী কর্তৃক সভা আহ্বান করে গৃহীত প্রস্তাবের মতোই কার্যকরী ও বৈধ বলে গন্য হবে।

১২০। পরিচালক মণ্ডলী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কার্যবিবরণী বই ব্যবহার করতে পারেন।

(ক) পরিচালক মণ্ডলীর সভায় যে সকল পরিচালক উপস্থিত ছিলেন তাদের নাম এবং কমিটির পরিচালকদের নাম।

(খ) যে সকল আদেশ পরিচালক মণ্ডলী এবং কমিটির পরিচালকদের দ্বারা গৃহীত হবে।

(গ) সকল প্রস্তাবসমুহ এবং পরিচালকমণ্ডলীর সভার কার্যবিবরণীসমুহ।

১২১। এ সমস্ত লিপিবদ্ধ কার্যবিবরণী সভার সভাপতি বা পরবর্তী সভার সভাপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে যা সমস্ত লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রকৃত নিয়মিত লেনদেন ঘটনা এবং সভার ধারা বাহিকতার সাক্ষ্য বা প্রমান হিসাবে ভবিষ্যতে উপস্থাপন করা যাবে।

পরিচালকদের ক্ষমতা ঃ

১২২। কোম্পানীর সামগ্রীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং কোম্পানীর ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পরিচালক মণ্ডলীর হাতে থাকবে। ১৯১৩ সালে কোম্পানী আইনে নিষিদ্ধ নয় এবং পরবর্তী আইনগত সংশোধনে যা দেশে বলবৎ রয়েছে ইহার অপরিপন্থি প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত যা কোম্পানীর সাধারণ সভায় প্রদত্ত যাবতীয় ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবহার করবে।

অবশ্য কোম্পানীর সাধারণ সভার কোন প্রস্তাব পরিচালকগণের পুর্ববর্তী কোন কার্য অবৈধ প্রতিপন্ন করবে না।

১২৩। পুর্ববর্তী বিধিমত যে সমস্ত সাধারণ ক্ষমতাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে এবং অত্র বিধিসমূহে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তা কোনরূপ পক্ষপাত ব্যতিরেকে ব্যবস্থাপক পরিচালক নিম্নলিখিত বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

(ক) কোম্পানী গঠন প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধনের জন্য সকল প্রকার খরচাদি প্রদান করার ক্ষমতা

(খ) কোম্পানীর যে কোন ধরনের সম্পত্তি ক্রয় করিবার অথবা উহা গ্রহণ করার জন্য যে কোন ধরনের শর্ত বিনিময় করবার অধিকার।

(গ) ঋণ বা কর্জের অর্থ সংগ্রহ করবেন এবং তার প্রয়োজন বন্ধক বা অন্য যে কোন জামানত প্রদান ও আনুসঙ্গিক দলিল দস্তাবেজ সম্পাদন, স্বাক্ষর, সীল প্রদান বা অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করবেন।

(ঘ) তপশীলভুক্ত যে কোন ব্যাংকে যে কোন হিসাব চালু করবে এবং এ হিসাব নিজ স্বাক্ষরে বা অন্যান্য পরিচালকের সাথে যুগ্মভাবে পরিচালনা করতঃ অর্থ জমা, উঠানো, ঋণ গ্রহণ করা।

(ঙ) আদালতে বিদ্যমান মকদ্দমার দাবী নিষ্পত্তি, আপোষ নিষ্পত্তি, শালিসীর জন্য প্রেরণ বা প্রত্যাহার করা।

(চ) কোম্পানীর স্বার্থে কোম্পানীর পক্ষে যে কোন ব্যক্তিবর্গকে বা অন্য কোম্পানীকে বিশেষ বা সাধারণ পাওয়ার অব এটর্নী প্রদান করা এবং উল্লেখিত যে কোন একটি বা সমগ্র কার্য সম্পাদনের জন্য এক বা একাধিক প্রতিনিধি নিয়োগ করার ক্ষমতা।

(ছ) কোম্পানী কর্তৃক যে কোন কোম্পানীর দায়িত্ব আদায় অব্যাহতি এবং অর্থ প্রদান করা।

(জ) কোম্পানীর পক্ষে চেক, ড্রাফট, তমসুক বা অন্যান্য যে কোন দলিল দস্তাবেজে স্বাক্ষর করা।

(ঝ) বিনিয়োগ ও বিনিয়োজিত আমানত/সম্পত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঃ-

১২৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী পরিচালক। পরিচালক মণ্ডলীর সভায় পরিচালকদের মধ্যে অথবা বাহির থেকে যোগ্য ব্যক্তিকে এপদে নির্বাচিত করা হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বেতন ও অন্যান্য ভাতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পরিচালক মণ্ডলীর সভায় নির্ধারিত হবে।

লভ্যাংশ ও রিজার্ভ ঃ-

১২৫। কোম্পানী সাধারন সভায় পরিচালকগন তাদের বিবেচনা মত লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পারে। বর্তমান বছরের বা পুঞ্জীভূত মুনাফা থেকেই কেবলমাত্র লভ্যাংশ ঘোষনা করা যাবে।

১২৬। উক্ত লভ্যাংশ সকল সদস্যদের মধ্যে আনুপাতিক শেয়ার মালিকনার উপর বন্টিত হবে।

১২৭। সাধারন সভায় লভ্যাংশ ঘোষিত হলে লভ্যাংশের পরিমান এবং তা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়ও ঘোষিত হতে হবে।

১২৮। সঠিক বলে মনে করলে পরিচালকগন সময় সময় সদস্যদিগকে কোম্পানীর মুনাফা থেকে অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান করতে পারবে।

১২৯। সঠিক ভাবে অনুমোদিত না হলে হস্তান্তরীত শেয়ার মালিক ঘোষিত লভ্যাংশের অধিকারী হবে না।

১৩০। প্রত্যেক সদস্যের রেজিস্ট্রিকৃত ঠিকানায় লভ্যাংশ চেক অথবা ওয়ারেন্টির মাধ্যমে ডাক যোগে পাঠানো হবে। তবে যৌথ শেয়ার মালিকের ক্ষেত্রে কোম্পানী নিবন্ধনের সময় যাঁর নাম প্রথমে আছে তাঁহার নামে পাঠানো হবে।

১৩১। পরিচালক মণ্ডলী ব্যাংকের গ্রাহক বা কোন সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যানে ব্যবহারের জন্য মুনাফার এক শতমাংশ অংশ আলাদা করে রাখবে।

মূলধনায়নঃ

১৩২। কোম্পানীর যে কোন তহবিলে অথবা রিজার্ভ ফান্ডে সংরক্ষিত মুনাফার অর্থকে মূলধনায়িত করা যাবে। এ অর্থ লভ্যাংশের অংশ কিংবা শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অতিরিক্ত অর্থ হতে পারে। অথবা এ অর্থ যে কোন বিনিয়োগ কিংবা অন্য কোন সম্পত্তি বা অবন্টিত মুনাফার অংশ হিসাবে পরিগণিত। এ মূল-ধনায়ন সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হতে হবে। এ মূলধনায়ন সম্পূর্ন পরিশোধিত নতুন শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ইক বা অন্য কোন অধিকারের মাধ্যমে ইস্যু করা যাবে।

উপরোক্ত শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি কেবলমাত্র যোগ্য সদস্যদের নামেই তাদের স্ব স্ব অধিকার স্বার্থ রক্ষার্থে ইস্যু করা হবে।

কোম্পানীর সীল মোহর ঃ

১৩৩। কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী কোম্পানীর সীলমোহর সুষ্ঠু এবং নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করবেন। প্রতিটি শেয়ার পত্রে এ সীলমোহরের ছাপ দেওয়া যাবে এবং তাতে কমপক্ষে ২জন পরিচালক সই প্রদান করবেন। তবে পরিচালক মণ্ডলীর সুস্পষ্ট অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন পরিচালকই এ ব্যাপারে সই প্রদানের অধিকারী হবেন না। কোম্পানীর যে কোন মূল্যবান দলিলে যদি কোম্পানীর সীলমোহরের ছাপ থাকে এবং সেই সীলমোহরে যদি পরিচালক মণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত ২ জন পরিচালকের সই থাকে তাহলে সেই মূল্যবান দলিলটিকে কোম্পানীর মূল্যবান দলিল হিসাবে বিবেচনা করা যাবে।

হিসাব

১৩৪। কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী কোম্পানীর আর্থিক হিসাব সুষ্ঠুভাবে রক্ষনা বেক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত হিসাবসমূহ অবশ্যই লিপিবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করবেন।

(ক) কোম্পানী কর্তৃক গৃহীত এবং ব্যয়িত যে কোন অর্থ এবং যে সমস্ত কারণে সেই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে বা ব্যয় করা হয়েছে।

(খ) কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত সব রকম ব্যাংকিং ব্যবস্থা।

(গ) কোম্পানীর দায় দেনা-সম্পত্তি এবং সাধারন ভাবে পরিচালিত কোম্পানীর সব রকম বাণিজ্যিক এবং আর্থিক লেন দেনের হিসাব যাতে লাভ লোকসানের খুব সঠিক অবস্থা আর্থিক ভাবে প্রতিফলিত হয়।

এসব হিসাব কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী কর্তৃক ধার্যকৃত স্থানে সংরক্ষিত থাকবে। এ হিসাব পরিচালক মণ্ডলীর পরিদর্শনের জন্য ব্যাংকের কার্য চলাকালীন সময় উন্মুক্ত থাকবে।

১৩৫। কোম্পানীর হিসাব সাধারণ সদস্যদের পরিদর্শনের জন্যও উন্মুক্ত থাকবে। তবে এ ব্যাপারে পরিচালক মণ্ডলীর স্থিরকৃত নীতিমালা কার্যকর হবে। পরিচালক মণ্ডলী সময় সময়ে নীতিমালা নির্ধারণ করবেন।

১৩৬। প্রতি বর্ষপঞ্জির শেষে কোম্পানীর একটি চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা হবে যাতে কোম্পানী আয় ব্যয়ের বিবরণ ও দায় দেনা ও সম্পত্তির হিসাব লিপিবদ্ধ থাকবে। পরিচালক মণ্ডলী এ চূড়ান্ত হিসাব সাধারন সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে ৬ মাসের মধ্যে প্রস্তুত করে সাধারন সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করার ব্যবস্থা করবেন।

চূড়ান্ত হিসাবের সঙ্গে একটি বার্ষিক বিবরণী সংযোজিত হতে হবে। এ বার্ষিক বিবরণীতে কোম্পানীর সঠিক অবস্থান বর্ণনা করে অর্জিত মুনাফার কি পরিমান লভ্যাংশ হিসাবে বন্টন করা যাবে। কিংবা কি পরিমান অংশ সঞ্চয়ী তহবিল বা রিজার্ভ ফান্ডে হস্তান্তরিত হবে তার সুপারিশও থাকতে হবে।

প্রতিটি চূড়ান্ত হিসাবে ন্যূনপক্ষে ২ জন পরিচালকের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

অডিট :-

১৩৭। বৎসরে কমপক্ষে একবার কোম্পানীর হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করে দেখার পর ব্যালেন্স শীটের বিশুদ্ধতা এক বা একাধিক অডিটর দ্বারা নিরূপন করাতে হবে।

১৩৮। কোম্পানীর সাধারণ সভায় এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বা হিসাব রক্ষককে পরবর্তী সাধারণ সভা পর্যন্ত অডিটর হিসাবে নিয়োগ করাতে হবে এবং নিম্নলিখিত নিয়ম সমূহ উক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ক) যদি সাধারণ সভায় অডিটর নিয়োগ করা না হয় তবে চলতি বৎসরের জন্য পরিচালকমণ্ডলী অডিটর নিয়োগ করবেন এবং কোম্পানী তার কাজের জন্য নির্ধারিত পরিশ্রমিক প্রদান করবেন।

খ) কোন কারণে অডিটরের পদ শূন্য হলে পরিচালক মণ্ডলী উক্ত শূন্য পদে একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্টকে অডিটর হিসাবে নিয়োগ করতে পারবেন।

গ) উপরোক্ত পন্থায় যদি অডিটর নির্বাচন না করা হয় তবে সরকার কোম্পানীর এক পঞ্চমাংশ সংখ্যক শেয়ার হোল্ডারদের আবেদনক্রমে চলতি বছরের জন্য অডিটর নিয়োগ করে তাঁর পারিশ্রমিক নির্ধারন করে দিবেন।

ঘ) একজন অডিটরকে নিয়োগ করার পর যদি তিনি কোম্পানীর নিকট ঋণী বলে প্রমাণিত হন তাহলে তার নিয়োগপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

ঙ) একাধিক অডিটর নিযুক্ত না হলে অডিটর সম্পর্কে অত্র আইনের বিধানসমূহ সকল অডিটরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

চ) অডিটর নির্বাচন কালে তাঁর পারিশ্রমিক নির্ধারন করাতে হবে।

ছ) পদত্যাগ করবার পর যে কোন অডিটর পুনর্বহাল হতে পারবেন।

নোটিশ

১৩৯। কোম্পানী কোন সদস্যকে হাতে হাতে অথবা ডাকযোগে নোটিশ দিতে পারে। ডাকযোগে নোটিশ নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। উপযুক্ত ডাক টিকেট দিয়ে সঠিক ঠিকানায় ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করলে সাধারনভাবে যে সময় তা বিতরিত হওয়ার কথা সে সময় থেকে নোটিশ কার্যকরী হবে।

১৪০। কোন শেয়ারহোল্ডারের মৃত্যু অথবা দেউলিয়া হওয়ার কারণে অন্য কেউ শেয়ারের মালিক হলে তাকে নোটিশ পাঠাতে হবে। আদি শেয়ারহোল্ডার বেঁচে থাকলে যে নিয়মে নোটিশ পাঠানো হতো এক্ষেত্রে সে নিয়ম কার্যকরী হবে।

১৪১। কোম্পানী কোন শেয়ারের যৌথ মালিকের নিকট নোটিশ প্রদানার্থে শেয়ার রেজিষ্টার অনুসারে তালিকায় যার নাম প্রথমে উল্লেখিত আছে তার বরাবরে নোটিশ দিলেই চলবে।

১৪২। উপরে বর্ণিত যে কোন অনুমোদিত পন্থায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের নিকট সাধারণ সভার নোটিশ দিতে হবে ঃ–

ক) কোন সদস্যের মৃত্যু কিংবা দেউলিয়াত্বের কারণে সংশ্লিষ্ট শেয়ারের স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

খ) যারা নোটিশ পাওয়ার নিমিত্ত কোম্পানীর নিকট কোন ঠিকানা সরবরাহ করে নাই এবং যাদের কোন রেজিষ্ট্রিকৃত ঠিকানা নাই তারা বাদে কোম্পানীর সকল সদস্য।

গ) কোম্পানীর অডিটর(গণ)

১৪৩। কোন নোটিশ, কোম্পানী কর্তৃক প্রদান করা হলে তাতে সচিব অথবা কর্মকর্তা অথবা মনোনীত পরিচালকের স্বাক্ষর থাকতে হবে নোটিশ উহা লিখিত বা মুদ্রিত হতে পারে।

কোম্পানী বিলোপ সাধন ঃ

১৪৪। যদি কোম্পানী বিলোপ সাধন করা হয় এবং কোম্পানীর সম্পত্তি সদস্যদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার নিমিত্ত আদায়কৃত মূলধন সম্পূর্ণ পরিশোধিত হবার পক্ষে অপর্যাপ্ত হয় তা হলে এ সম্পত্তি মূলধনের অনুপাত অনুযায়ী বন্টিত হবে।

১৪৫। অতিরিক্ত প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে কোম্পানীর বিলোপ সাধন হতে পারে (ঐচ্ছিক অথবা অন্য যে কোন পন্থায়)।

গোপনীয়ধারা

১৪৬। কোন সদস্য কোম্পানীর কোন প্রকার গোপনীয় তথ্য, পরিচালক মণ্ডলীর অনুমতি ব্যতীত জনগণের কাছে প্রকাশ করতে পারবে না।

১৪৭। কোন পরিচালক মণ্ডলের সাথে লেনদেন ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহ সংরক্ষণ ও গোপন রাখবে।

খেসারত ও দায়িত্ব

১৪৮। কোম্পানী আইনের ৮৮ ধারা মতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যান্য পরিচালকগণ, এজেন্ট, অফিসার বা কর্মচারীবৃন্দ কোম্পানীর স্বার্থে এবং পক্ষে কোন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং অর্থ ব্যয় করেন তবে কোম্পানী তাকে বা তাদেরকে খেসারত প্রদান করবে। অবশ্য ক্ষতি বা অর্থ ব্যয় যদি কারো ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা গাফলতির জন্য না হয়। কোম্পানীর পরিচালকগণ বা অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ তা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি অর্থ ব্যয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হন তবে কোম্পানী নিজ তহবিল থেকে নগদ অর্থে উহা ক্ষতিপূরণ করবে এবং এ ধরনের দাবি দাওয়া অন্যান্য দাবী দাওয়া হতে অগ্রাধিকার পাবে।

১৪৯। অনুরূপভাবে কোম্পানীর স্বার্থে মোকদ্দমা পরিচালনা করতে গিয়ে কোন কর্মচারী, এজেন্ট, বা পরিচালকের যদি কোন দায় সৃষ্টি হয় তার জন্য কোম্পানীকে খেসারত দিতে হবে। তবে বিচারের (ফৌজদারী বা দেওয়ানী) রায় কোম্পানীর অনুকূলে হতে হবে।

স্মারকলিপির পরিবর্তন ঃ

১৫০। সাধারণ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে কোম্পানীর স্মারকলিপি পরিবর্তন করতে পারবে।

আমরা কতিপয় ব্যক্তিবর্গ যাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে অত্র কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী একটি পাবলিক কোম্পানী গঠন করতে ইচ্ছুক হয়ে প্রত্যেকের নামের বিপরীতে উল্লেখিত শেয়ার সংখ্যাকে কোম্পানীর মূলধনে রূপান্তরিত্করতে সম্মত হয়ে অত্র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনেস্বাক্ষর প্রদান করলাম ঃ-

নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা ও পেশা	শেয়ার সংখ্যা	স্বাক্ষর	স্বাক্ষীর নাম, ঠিকানা ও পেশা
১। ব্র্যাক পক্ষে, ফজলে হাসান আবেদ ৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা। ফোন – ৯০১৮০৪ (সমিতি আইন ১৮৬০ এর অধীন নিবন্ধিত)	১২,৪৯৪		এ কিউ সিদ্দিকী পরিচালক বাণিজ্য ব্র্যাক, ৬৬ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২
২। সৈয়দ হুমায়ুন কবীর পিতা ঃ সৈয়দ গোলাম কবীর ৭/এ নিউ বেইলি রোড ঢাকা ফোন – ৮৩৪৯১৭ পেশা ঃ চাকুরী জাতীয়তা ঃ বাংলাদেশী	১		ঐ

৩।	এ এস মাহমুদ পিতা : এ,বি,এম মোহাম্মদ ইসমাইল ঠিকানা – বাড়ি নং – ৬, সড়ক নং ১২৫ গুলশান, ঢাকা পেশা – ব্যবসা ট্রান্সকম লিমিটেড ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। ফোন নং – ৬০৩৩০২ (বাসা) জাতীয়তা – বাংলাদেশী	১	ঐ
৪।	জনাব আমিনুল আলম পিতা : আবদুর রহমান ২৫৭/৪ এলিফেন্ট রোড ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৮৬১৩৫৭ পেশা : চাকুরী জাতীয়তা : বাংলাদেশী	১	ঐ
৫।	জনাব ফারুক আহমেদ চৌধুরী পিতা : জি আহমেদ চৌধুরী ঠিকানা – বাড়ি নং ১৪, সড়ক নং ১১ ধানমন্ডি, ঢাকা ফোন – ৩২৪১৩৯ (বাসা) পেশা – চাকুরী জাতীয়তা – বাংলাদেশী	১	ঐ
৬।	ডঃ সালেহউদ্দিন আহমেদ পিতা : মোহাম্মদ ইদ্রিস বাড়ি নং ১০, সড়ক নং ১ সেক্টর নং ১, উত্তরা টাউন ফোন – ৮৯১৮৪৫ (বাসা) পেশা – চাকুরী জাতীয়তা – বাংলাদেশী	১	ঐ
৭।	কাজী আমিনুল হক পিতা – কাজী আনোয়ারুল হক ঠিকানা – বাড়ি নং – ৪, রোড নং – ১২ ধানমন্ডি, ঢাকা। পেশা – পেশাদার হিসাব বিজ্ঞানী ফোন – ৩২৫৭০০ (বাসা) জাতীয়তা – বাংলাদেশী	১	ঐ
		১২,৫০০ =====	